চিন্তাশতক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক প্রচার
বিভাগ হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৮১, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে,
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯১ সাল।

চিন্তাশতক।

১ম। যে মাছ উপরে ভাসিয়া বেড়ায়, তাহারাই সর্ব্ব প্রথমে মারা পড়ে; গভীর জলের মাছ, ক'টা ধরা পড়ে বলিতে পার? ধর্ম্মের বাহ্যিক চাকচিক্যে যে মুগ্ধ, তাহার বিপদ পদে পদে, কিন্তু যে ডুবিয়াছে, তাহার ভয় কি?

২য়। হাউই শোঁ শোঁ শব্দে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া উর্দ্ধদিকে ধাবমান হইল—কিছুকাল পরেই ভূতলে পড়িয়া গেল। ফানোশ, লোককে সশব্দে আপনার উর্দ্ধদেশে গমনের বার্ত্তা জানাইল না, তথাপি এত উর্দ্ধে উঠিয়া গেল, যে আর দেখা গেল না। উভয়েরই হৃদয়ে অনল জ্বলিতেছিল,—কিন্তু হাউই লোককে আপনার গুণপনা এবং ক্ষমতা দেখাইতে গিয়া সর্ব্বনাশ করিল; আর ফানোশ অন্তরস্থিত অনলের সহায়তায়, নিস্তব্ধে আপন কার্য্য করিতে করিতে চলিয়া গেল। ইহাতেই এই তারতম্য।

৩য়। এক দিন এক স্থানে একটী প্রকাণ্ড বাড়ী প্রস্তুত হইতেছিল। দেখিলাম অনেক গভীর করিয়া বাড়ীটীর ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। দেখিয়া বুঝিলাম, বাড়ীটী চমৎকার উপদেশ দিতেছে। হে বন্ধু! কে বড় যদি জানিতে ইচ্ছা

কর, তবে অনুসন্ধান কর কাহার ভিত্তি কত নীচে। বিনয়ের নিম্নতম স্থান হইতে যাহার চরিত্রের অট্টালিকা আবদ্ধ হয় নাই, তাহার বড় হইবার আশা কোথায় ?

৪র্থ। সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা 'অহং' কে 'উত্তম পুরুষ' বলিয়া গিয়াছেন,—'অহঙ্কার' আর কাহাকে বলে ? বন্ধু যদি 'অহং' কে অতি অপকৃষ্ট পুরুষ মনে না কর, তবে কোনরূপ সংগতির সম্ভাবনা কি ?

৫ম। শিশুরা কোন কাষ্ঠদণ্ড অথবা স্তম্ভ ধারণ করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। যতক্ষণ ধরিয়া আছে, ততক্ষণ পড়িবার ভয় নাই। হে ঈশ্বরের সন্তানগণ সংসারের পতন হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বরের চরণ-স্তম্ভ ধারণ করিয়া আছ কি ?

৬ষ্ঠ। তুমি যে বল ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, এটী কি তোমার প্রাণের কথা ? তাহা হইলে তুমি পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর কিরূপে ? যে বালকের ভূতের ভয় আছে, সে কি কখনও একাকী আঁধারে বাহির হয় ?

৭ম। কুম্ভকারের চক্র প্রতিনিয়ত ঘুরিতেছে, আর তাহার উপরিস্থিত মাটি হইতে কুম্ভকারের অঙ্গুলি সংযোগে ঘট, কলসী, হাঁড়ি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। এই সংসার চক্রের আবর্ত্তনে পরীক্ষা প্রলোভনের মৃত্তিকায় জগতের অদ্বিতীয় শিল্পীর অঙ্গুলি সঞ্চালনে, মানুষের চরিত্র, কতরূপ গঠিত হইতেছে, কে বলিতে পারে ? এই বহুবিধ

মানব চরিত্রের সংগঠনের মধ্যে যিনি ঈশ্বরের হস্ত সঞ্চালন দেখিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হন তিনিই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ।

৮ম। যে পরিবারের মধ্যে মনোহর প্রীতির বন্ধন, যেখানে পিতা মাতা সন্তানদিগকে অষ্ট প্রহর তাড়নার ভয় দেখাইয়া কাজ করাইয়া লন না, সেখানে কি সুন্দর শোভা দৃষ্ট হয়! কোথায় কোন্ কাজ করিলে পিতা মাতা সন্তুষ্ট হইবেন, বালক বালিকাগণ সর্ব্বদা সেই ভাবনা ভাবিতেছে। পিতা কর্ম্ম স্থান হইতে প্রত্যাগত হইলে, সন্তানগণ কে কি কাজ করিয়াছে, পিতার নিকট তাহাই বলিতে লাগিল। পিতা কাহাকেও 'বেশ হইয়াছে' বলিয়া হাস্য করিলেন, কাহাকেও বা তিরস্কার করিয়া বলিলেন তোমার এ কাজটী ভাল হয় নাই। যে শিশু পিতার প্রসন্ন বদন দেখিল, সে আরও উৎসাহের সহিত পিতার প্রিয়কার্য্যে মন দিল; যে তিরস্কৃত হইল, সেও ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধিয়া সতর্ক চলিল। হে ঈশ্বরের পরিবার-ভুক্ত ঈশ্বর-সন্তানগণ! তোমরা কি এইরূপ শিশু-প্রকৃতি হইয়া ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া থাক? তর্ক যুক্তি অবলম্বন করিয়া, 'অতএব' 'যে হেতু' প্রভৃতির সহায়তা গ্রহণ করিয়া, তাহার পর ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যে মন দাও, না সহজে হৃদয়-নিহিত ঈশ্বর-প্রেম দ্বারা পরিচালিত হইয়াই কার্য্য কর? আত্ম-পরীক্ষা কর দেখি?

৯ম। রামধনু দেখিতে কি সুন্দর? রৌদ্রে এবং বৃষ্টির

সহযোগে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাই সুন্দর! মানব জীবনে রামধনু কেহ কি কখনও দেখিয়াছ? যখন অনুতাপের অশ্রু-ধারা বর্ষিত হইতে হইতে হৃদয়াকাশে জ্যোতির্ময়ের আবির্ভাব হয়, তখনকার শোভা জীবনে কয়বার প্রত্যক্ষ করিয়াছ?

১০ম। চুম্বকে লৌহ আকর্ষণ করে। আবার লৌহকে চুম্বক-স্বভাব-বিশিষ্ট করিয়া দিলে লৌহও লৌহকে আকর্ষণ করে। ঈশ্বরের দিকে লৌহ-হৃদয় মনুষ্য যে আকৃষ্ট হয়, তাহা জানি। কিন্তু ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত, ঐশী শক্তি দ্বারা অধিকৃত মানুষও যে আপনার চরিত্রের গুণে অপর মনুষ্যকে আকর্ষণ করেন তাহা কজন ভাবে?

১১শ। এই পৃথিবীতে দেখিবার দ্রব্য অনেক আছে। কোন ভ্রমণকারী সেই সমুদায় দেখিয়া মোহিত হইলেন, আবার কেহবা তাহাতে কোন সৌন্দর্য্যই দেখিতে না পাইয়া সুন্দর পদার্থের অন্বেষণে অন্যদিকে ছুটিলেন। পৃথিবীর কার্য্য কলাপ সম্বন্ধেও এই কথা। যাহার জ্ঞানচক্ষু পবিত্রতার চস্মায় আবরিত, সে সকল কার্য্যকেই পবিত্র দেখে। আর যাহার হৃদয় অপবিত্র সে পবিত্রতা কোথায় দেখিবে?

১২শ। কস্তুরি মৃগ কি তামাসাই দেখায়? তাহার নিজের শরীরে সুগন্ধ রহিয়াছে, ইহা না জানিয়া সে কোথা হইতে সুগন্ধ আসিতেছে, তাহাই খুঁজিবার জন্য সমস্ত বন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রকৃত সাধুপুরুষেরও এই লক্ষণ। তিনি

নিজের সৌন্দর্য্য নিজে বুঝিতে পারেন না। তাঁহারই চরিত্রের বলে কোন স্থন্দর কার্য্য সংসাধিত হইলে, তিনি সেই কার্য্যের অনুষ্ঠানকর্ত্তা কে তাহা জানিবার জন্ত ঘুরিয়া বেড়ান। নিজে যে কোন কাজ করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। কি স্থন্দর !

১৩শ। নাবিকেরা নৌকা বাহিয়া যায়। স্রোতে নৌকা ভাসিয়া যাইতেছে, ক্ষেপণী স্রোতের প্রতিকূলে আঘাত করিতেছে। এ সংসারে যে সকল সাধু পুরুষ বিচরণ করেন শুনিতে পাই, তাঁহাদেরও এই ভাব। তাঁহারা যে, সংসারে ধীরভাবে ভাসিয়া চলিয়াছেন, তাহার মূল কারণ এই যে স্রোতের সহায়তায় চলিতে চলিতে তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেপণী সংসারের প্রতিকূলে আঘাত করিতেছে। যখনই স্রোতে পথভ্রষ্ট করিয়া ফেলিতে চাহিতেছে, তখনই ক্ষেপণী প্রতিকূলে আঘাত করিয়া, তাঁহাদিগের গন্তব্য পথ, স্রোতের তেজ এবং তরণীর অবস্থার কথা মনে করিয়া দিতেছে।

১৪শ। এক দিন ভয়ানক ঝড় হইয়েছিল। বড় বড় গাছ ঝড়ের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া ভূপতিত হইল, কিন্তু যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝড়ের বেগের সঙ্গে সঙ্গে এদিক ওদিক চলিতেছিল তাহারাই বাঁচিয়া গেল। ঈশ্বর জগতের কল্যাণের জন্ত যখন ধর্ম্মান্দোলন ঝটিকার সৃষ্টি করেন, তখন তাহার প্রতিকূলে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য? যে দাঁড়ায় সেই পড়ে।

আর যাহারা বুঝিয়া সুঝিয়া ঈশ্বরের আন্দোলনে গা ঢালিয়া দেয়, তাহারাই প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞ।

১৫শ। কাহার কত বৎসর বয়স হইয়াছে, ইহার বিচার যদি সময়ের দ্বারা না হইয়া কাজের দ্বারা হইত, তাহা হইলে অনেক বৃদ্ধ বালক হইতেন, এবং অনেক বালকও বৃদ্ধ হইত। সময়ের সদ্ব্যবহার কর, এ কথা সকলেই বলে কিন্তু একজন সুকবি যেরূপ বলিয়াছেন, "যে সময় কুকাজে ব্যয়িত, অথবা উৎকৃষ্ট কাজে ব্যয়িত হয় না, তাহা জীবিত কালের মধ্যে পরিগণিত নহে" এরূপ কার্য্যতঃ কজন বলিতে পারেন?

১৬শ। নীল নদীর চতুষ্পার্শ্বের ভূমি সকল রৌদ্রতাপে যেরূপ কঠিন হইয়া যায়, তাহাতে নদীর জল প্লাবন না থাকিলে সে দেশবাসী লোকের কি হইত তাহা বলা যায় না। ঈশ্বরের কি অনুগ্রহ দেখিতে দেখিতে নীলনদীর জল প্লাবন আসিয়া, চারিদিগের মৃত্তিকাকে সরস করিল, চমৎকার ফসল জন্মিয়া অচিরকাল মধ্যে দেশবাসীদিগের অভাব দূর করিয়া দিল! আমাদের ব্রাহ্মসমাজে নানা কারণে যে কঠোরতা আসিয়া পড়িয়াছে, ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের হৃদয়ে যে ভ্রাতৃভাব ও সহানুভূতির প্রত্যক্ষ অভাব দৃষ্ট হইতেছে, তাহার প্রতিবিধানের জন্য একবার প্রেম ভক্তির জলোচ্ছাসের প্রয়োজন। কঠোরতা চারিদিকেই দেখিতেছি। কিন্তু একবার হৃদয় অজস্রধারে গলিয়া গিয়া, চতুর্দ্দিক পরিপ্লাবিত না হইলে ব্রাহ্মসমাজের আশা কোথায়? ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণা-

কাঙ্ক্ষিগণ! এই তুর্ণামাপনোদনের জন্য কবার চেষ্টা করিয়াছ. এবং কবার সরল প্রাণে এই জন্য ঈশ্বরকে ডাকিয়াছ?

১৭শ। হায়, আজও এত তুর্দ্দশা রহিয়াছে. যে নাম কিনিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করি বলিয়া বোধ হয়! যদি ঈশ্বরেরই জন্য ঈশ্বরের কাজ করিতেছি, এরূপ ভাবই মনে থাকিবে, তাহা হইলে, আমার কাজের কেহ সন্ধান করিতেছেন না, কেহই আমাকে মিষ্ট কথা বলেন না. এইরূপ চিন্তা সময় সময় মনে উদিত হইবে কেন? আর কোন ত্রুটি হইলে যদি কেহ তিরস্কার করেন, অথবা কাজ করিবার কোন রূপ অসুবিধা অনুভব করা যায়, তাহা হইলেই বা কেন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে চাই?

১৮শ। বাহ্যিক জগতে মানুষ সকলই করিতেছে; কিসে সুবিধা হইবে, কিসে সুখ স্বচ্ছন্দতা বাড়িবে, মানুষ ইহার জন্য মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া না করিতেছে এমন কার্য্যই নাই। পাছে বজ্রাঘাতে গৃহ ভাঙ্গিয়া যায়, এই আশঙ্কায় মানুষ বুদ্ধি-কৌশলে এমন একটী লৌহদণ্ড প্রস্তুত করিল, যাহা গৃহ সংলগ্ন থাকিলে, বজ্র আর কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। যাহার সমুদ্রে নৌকা আছে, সে টাকা দিয়া নৌকার অবস্থার জন্য একদল লোককে দায়ী (Marine Insurance) করিয়া রাখিতেছে। যাহার আগুণে দ্রব্যাদি নষ্ট হইবার ভয়, সেও কতকগুলি টাকা দিয়া এক দল

লোককে আপন সম্পত্তির জন্য দায়ী (Fire Insurance) করিয়া রাখিতেছে। বাহ্য জগতে এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে এ ভাব কোথায় ? সংসারের প্রলোভনানলে আত্মার ধর্ম্ম সম্পত্তি বিনষ্ট না হয়, ইহার জন্য কে কি করিতেছেন ? পাপের বজ্রাঘাতে হৃদয়-গৃহ বিনষ্ট না হয়, ইহার জন্য কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে ? মায়াসাগরে সম্যক রূপে ডুবিয়া পরমার্থ-চিন্তা-তরণী বিনাশ-প্রাপ্ত না হয়, ইহার জন্য ক'টা লোক সচেষ্ট ? দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে, সংসারের বাহ্যিক সুখে আমাদের যত দৃষ্টি আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তত নাই। কবে দুই দিকে অন্ততঃ সমান দৃষ্টি পড়িবে, তাহা জানি না ; তবে এই বলিতে পারি, যে ধর্ম্ম যতদিন জীবনের সহিত গ্রথিত হইয়া না যাইবে, যতদিন ধর্ম্ম দৈনিক এক ঘণ্টার ব্যাপার থাকিবে, অথবা রবিবারের তিন ঘণ্টার কার্য্য থাকিবে, ততদিন এইরূপ বিষয়ে আমাদিগের চিন্তানিবেশ দেখা যাইবে না।

১৯শ। আকাশ হইতে বৃষ্টির জল সর্ব্বত্রই বর্ষিত হয়, কিন্তু কিয়দংশ বাষ্প হইয়া যায়, কতক নদী হ্রদ প্রভৃতি পূর্ণ করে, অবশিষ্টাংশ ভূগর্ভ মধ্যে গৃহীত হয়। যখন মানব তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা পৃথিবী খনন করে, তখন যে জল উঠে, তাহা এই শেষোক্ত জল। ঈশ্বরের কৃপাবারি সকলেরই উপরে বর্ষিত হইতেছে ; কাহারও উপরে পড়িয়া তাহা বাষ্পের ন্যায় বিফল হইয়া গেল, কাহারও মধ্যে পড়িয়া

তাহা নদী হ্রদের ন্যায় মানুষের কাজে লাগিল। আবার এক শ্রেণীর হৃদয়ে পড়িয়া তাহা গভীর তলাতে জমিয়া গেল। আপাততঃ লোকে তাহা দেখিল না; কিন্তু যে দিন লোকে তর্জ্জন তাড়নার তীক্ষ্ণ অস্ত্রে সেই হৃদয় ক্ষেত্র ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিল, সেই দিন হৃদয়ের গভীর তলা হইতে সেই কৃপাবারি ভক্তি ও প্রেমের সুশীতল জল রূপে উথলিয়া উঠিল।

২০শ। আজ নদী কি সুন্দর উপদেশ দিল! উচ্চ প্রদেশে অজস্রধারে বৃষ্টি হইতেছে, এই জন্য বর্ষাকালে নদীর জল একটান। জোয়ার ভাটা নাই, প্রতিনিয়ত জলের স্রোত সমুদ্রের দিকে চলিতেছে। আমাদের উপরেও তো ঈশ্বরের করুণাবারি প্রতিনিয়ত অজস্রধারে বর্ষিত হইতেছে, তবে কেন আজও আত্মার স্রোত অনন্তের অভিমুখীন নহে?

২১শ। স্রোতে তরণীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে চাহিতেছে, কিন্তু নঙ্গর মৃত্তিকার সহিত তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—নড়িবার যো নাই। যদি কামনার নঙ্গরে সংসার মৃত্তিকায় জীবনতরণী আবদ্ধ হইয়া না থাকে, তাহা হইলে হে বন্ধু! অনন্তের অভিমুখে গতি হইবে আশা আছে।

২২শ। দূরবীক্ষণের সহায়তায় মানুষ অনেক মনোহর গ্রহ নক্ষত্র দেখিয়াছে। অনুতাপের অশ্রু বিন্দুর মধ্য দিয়া দেখিলেও স্বর্গরাজ্যের অনেক সৌন্দর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

২৩শ। বালকেরা কাপি দেখিয়া লিখিয়া থাকে। যাহার

লেখা কাপির যত অনুরূপ, তাহার তত প্রশংসা। ঈশ্বর আমাদিগের আদর্শ, সেই আদর্শের অনুরূপ জীবন আমাদের হইতেছে কি? ব্রহ্মের অনুরূপ জীবন যাঁহার, তিনি ভিন্ন সমাজভুক্ত হইলেও ব্রাহ্ম।

২৪শ। দৈনিক উপাসনা ও প্রার্থনার সময় মানুষ 'আমি পাপী, আজ সমস্ত দিন অজ্ঞাতসারে কত অন্যায় কাজ করিয়াছি' এই বলিয়া অন্তর্যামী ঈশ্বরের নিকট অপরাধ স্বীকার করে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ কার্য্যে, কাহারও সহিত ব্যবহারে যে নীচতা প্রকাশ পাইয়াছে, একথা মানুষ সহজে স্বীকার করিতে চায় না। "আমার চরিত্র জঘন্য হে ঈশ্বর, আমাকে উন্নত কর"—একথা বলা বড় সহজ, কিন্তু মানব মনে অভিমান এত প্রবল, যে সাধারণভাবে যাহাই কেন বলি না, ব্যক্তিগত ব্যবহারে আমাদের যে কোনরূপ ত্রুটি বা চরিত্রের জঘন্যতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা প্রায়ই স্বীকার করিতে চাই না।

২৫শ। ব্রাহ্মসমাজ যাঁহাকে অধিকাংশের মত লইয়া নিযুক্ত করিবেন, তিনিই যে প্রচারক তাহা নহে। ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিবার জন্য তিনিই উপযুক্ত প্রচারক, যাঁহার হৃদয় তাঁহাকে এই কার্য্যে ব্রতী করিয়াছে। যিনি প্রচারক হইতে ইচ্ছা করেন, এবং যাঁহার শক্তি আছে, তিনি হউন,— সম্প্রদায়ের নিষেধ তিনি শুনিতে বাধ্য নন। যাঁহার শক্তি নাই, সম্প্রদায় বিশেষ দ্বারা নিযুক্ত হইলেও, তিনি প্রচারক

নহেন। যাঁহার হৃদয়ে, "পাপীর পরিত্রাতা ঈশ্বরের নাম ধন্য হউক"—এই রব অহরহ উত্থিত হইতেছে, তিনিই প্রচারক।

২৬শ। সূর্য্য আকাশে উদিত হইল। কেবল গুটীকতক ফুলকে প্রস্ফুটিত করিতে অথবা কয়েকটী বৃক্ষকে সজীব করিতে নহে, বস্তুতঃ সমস্ত পৃথিবীর আনন্দ বিধান করিতেই সূর্য্য উদিত হইল। দেবদারু আপনার উচ্চ মস্তক নাড়িয়া বলিল 'সূর্য্য, তুমি আমারই।' মৃত্তিকার উপরিভাগে প্রস্ফুটিত বন্যফুল, ঈষৎ হাসিয়া, মৃদুগন্ধ বিস্তার করিয়া বলিল 'সূর্য্য, তুমি আমারই।' এবং সহস্র ক্ষেত্রমধ্য হইতে শস্যরাজি প্রাতঃসমীরণে কম্পিত হইয়া একতানে বলিয়া উঠিল 'সূর্য্য, তুমি আমারই।'

ঈশ্বরও তেমনি, ধর্ম্মজগতের গুটীকতক মহাপুরুষের জন্য নয়, পরন্তু সমস্ত জগতের জীবনী হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। এই পৃথ্বীতলে এমন ক্ষুদ্র, এমন নীচজীব নাই, যে বালকের নির্ভরের ভাবের সহিত মুখ তুলিয়া বলিতে পারে না, "পরম পিতা, তুমি আমারি।"

২৭শ।—দুর্গের দ্বার রুদ্ধ থাকিলে কোন শত্রুই প্রবেশ করিতে পারে না। যখন দ্বারের অপর পার্শ্বে দ্বারবান অথবা অন্যলোক আছে বোধ হয়, তখনই শত্রু অর্থলোভ দেখাইয়া তাহাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করে।—প্রলোভন হৃদয়-দুর্গের বাহিরে সর্ব্বদাই ঘুরিতেছে। কিন্তু যতক্ষণ না

ভিতর হইতে দুর্গের অধিবাসী প্রবৃত্তিগণ বশীভূত না হয়, ততক্ষণ দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হয় না।—অতএব হে ব্রাহ্ম, যখন প্রলোভন ভয়ানক বল, তখন জানিও হৃদয়দুর্গের অধিবাসিগণ উৎকোচ দ্বারা ভয়ানক বশীভূত হইয়াছে। প্রবৃত্তির সহিত প্রলোভনের সাক্ষাৎ এবং প্রলোভন কর্ত্তৃক প্রবৃত্তি কিয়ৎ পরিমাণে বশীভূত না হইলে,—ইহা নিশ্চিত, যে কোন প্রলোভনই প্রলোভন বলিয়া মনে হইবে না।

২৮শ। সুদীর্ঘ শালতরু আপন মস্তক উন্নত করিয়া পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া শালতরু কি করিল? দুঃখের উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শালতরু কহিল—"হায়, আমি বৃথা জীবিত রহিয়াছি। পক্ষী আমার শাখায় বসিয়া সুললিত গান করে না, কেন না আমার শাখা প্রশাখা অতি উচ্চ;—আমার ফল কাহারই আহারের জন্য ব্যবহৃত হয় না,—কেন বৃহদ্দেহধারী হইয়া বৃষ্টি ঝটিকা ও বজ্রপাতের লক্ষ্য স্থল হইয়া এতকাল জীবিত রহিলাম? সামান্য বৃক্ষ হইলেও পথশ্রান্ত পথিককে ছায়া ও আহার প্রদান করিতে পারিতাম,—কিন্তু বৃহৎ দেহ লইয়া একি জ্বালা হইল?" কাঠুরিয়া কুঠার দ্বারা শালবৃক্ষকে ছেদন করিল; "দীর্ঘকালের অকর্ম্মণ্য জীবন অবসান হইল বাঁচিলাম"—বলিয়া শালতরু ভূপতিত হইল। কিন্তু মরিয়াই শালতরুর জীবন আরম্ভ হইল। শাল কাষ্ঠে বাণিজ্য-তরণী নির্ম্মিত হইল, গৃহসজ্জা প্রস্তুত হইল,—শিশুর

দোলনা, এবং বৃদ্ধের বিরামাসন গঠিত হইল। দেবালয় গঠনে এই কাষ্ঠের সহায়তা গৃহীত হইল! এইরূপে শালতরু মরিয়া বাঁচিল। যত দিন পর্ব্বতোপরি অলস জীবন যাপন করিয়া, শালতরু স্বার্থপরতার পরিচয় দিতেছিল, ততদিন শালতরু মৃত, এবং মরিয়া যখন সৎকার্য্যে তাহার দেহ উৎসর্গীকৃত হইল, তখনই সে বাঁচিয়া গেল। ধর্ম্মজগতে এইরূপ প্রহেলিকা অনেক দৃষ্টিগোচর হয়। যে মাটীর মত নত, সেই উন্নত; যে বিষাদে পরিপূর্ণ সেই সুখী; যে মৃত সে জীবিত; যে দুর্ব্বল সেই সবল;—যাঁহারা আত্ম-পর নির্ব্বিশেষে জগতের কার্য্যের জন্য আপনাদিগের ধন জন, সামর্থ্য ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহারাই বাস্তবিক ধনী ও ক্ষমতাশালী।

২৯ শ।—এক জন উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিৎ পণ্ডিত অনেক, কৌশল ও যত্নে, একটী কাচ নির্ম্মিত আচ্ছাদনের অভ্যন্তরে একটী বট বৃক্ষ উপন্ন করেন। বীজ যথেষ্টরূপ জল বাতাস আলোক প্রভৃতি না পাইয়া, সঙ্কীর্ণ বৃক্ষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইল। বট বৃক্ষের সমুদায় লক্ষণই এই ক্ষুদ্র বৃক্ষে বিদ্যমান —প্রভেদ এই বৃক্ষটী হস্তদ্বয় পরিমিত। পণ্ডিত বলিলেন "দেখ দেখি কেমন বট বৃক্ষ?"—অমনি দর্শকদিগের মধ্যে এক জন বলিয়া উঠিলেন—"উঃ, দুই হস্ত পরিমিত প্রকাণ্ড গাছ!!"—ধর্ম্ম জগতে ও অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ এই রূপ, অভ্রান্ত ব্যক্তি বা পুস্তকের অধীন হইয়া স্বাধীনভাবে আত্মার বিকাশ করিতে পারে না। এইরূপ মানুষকে আমি

বলি—"উঃ দুই হস্ত পরিমিত প্রকাণ্ড ধার্ম্মিক!"—অনন্ত উন্নতি যে মানবাত্মার প্রকৃতি—তাহাকে সঙ্কীর্ণ স্থানে বদ্ধ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে, তাহার 'দুই হস্ত পরিমিত প্রকাণ্ড গাছের' দশা হয়। সে মহাপাতকী যে মানবাত্মার অনন্ত উন্নতির পথে অন্তরায় উপস্থিত করিয়া বলে, "তোমার গতি এই খানেই শেষ হউক, আর যাইবার আবশ্যকতা নাই।"

৩০শ। যাহার হৃদয় উদ্ধত, সে দৈনিক জীবনে ঈশ্বরের দয়া দেখিতে পায় না। যাহা কিছু দয়া দেখিতে পায়, তাহাও যথেষ্ট নয় বলিয়া কৃতজ্ঞ হয় না। যদি কোন ব্যক্তি আমাকে একটি বালুকাকণা-পরিপূর্ণ পাত্র দিয়া বলেন, ইহার মধ্যে লৌহ কণিকা আছে, বাছিয়া লও, তাহা হইলে কি আমার মোটা মোটা অঙ্গুলি দ্বারা এই কার্য্য সাধন করিতে পারি? একবার এক খানি চুম্বক বালুকাকণার মধ্যে চালিত কর, দেখিবে যেথানকার যত লৌহ কণা সবই আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছে। যাহার হৃদয় আমার মোটা আঙ্গুলের মত, সে ঈশ্বরের দয়া দেখিতে পাইবে কেন? কিন্তু যাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞ তিনি একবার দিবসের ঘটনাবলীর মধ্যে ভ্রমণ করুন, দেখিতে পাইবেন, ঈশ্বর প্রতি মুহূর্ত্তে কত দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সমস্ত দিন ব্যাপিয়া ঈশ্বর দয়া ছড়াইয়াছেন, চুম্বকের মতন হৃদয় না হইলে তাহা দেখিতে পাইবে কেন?

৩১শ। মানুষ মরিয়া গেলে তাহার দোষের কথা লোকে ভুলিয়া যায়। মানুষকে মৃত্যু অধিকার করিবামাত্র যেন

বাজির পুত্তলিকার ন্যায়, তাহার দোষ রাশি চক্ষুর সম্মুখ হইতে তিরোহিত হইয়া যায়, এবং উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত গুণ রাশি অজ্ঞাতসারে শত্রু মিত্র সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে।—ইহার মূলে আমরা কি ভাব দেখিতে পাই? যতদিন মানুষ এই পৃথিবীতে থাকে, ততদিন স্বার্থপরতার ভাব, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব আমাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমার সহিত প্রতিযোগিতা ফুরাইয়া গেল, তখনই আমার চক্ষু তাহার গুণ রাশির দিকে আকৃষ্ট হইল। হে বন্ধু! প্রকৃত সাধুভাব অন্তরে আসিয়াছে কি না, নীচ স্বার্থপরতার দ্বারা পরিচালিত হইতেছ কি না, যদি জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই জীবিতকালেই আলোচনা কর। প্রতিযোগির গুণ রাশির প্রতি অন্ধ আছ কি না। মৃত্যু সকলেরই হইবে. কিন্তু ততদিন অপেক্ষায় কাজ কি? যদি মৃত্যুর হস্ত হইতে বাঁচিতে চাও, শত্রুর জীবিত অবস্থাতেই এই বিষয়ের আলোচনায় মনোনিবেশ কর।

৩২শ। এক শিল্পী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ বিষয়ে এত দক্ষ ছিলেন, যে তিনি যখন রাজবাটীতে দেব-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেন, তখন মনুষ্য মাত্রেই তাঁহার শিল্প চাতুরীর প্রশংসা করিত। রাজা অত্যন্ত শ্লাঘান্বিত হইয়া একদিন নিকটবর্ত্তী জনৈক পারিষদকে বলিলেন "শিল্পীর ত্রুটী প্রদর্শন কর।"—পারিষদ ঈষৎ হাসিয়া বলিল "মহারাজ সকলি উত্তম হইয়ছে কিন্তু দুঃখ এই যা কথা বলেন

না।”—এই ব্রাহ্ম সমাজে এইরূপ শিল্পী অল্প সংখ্যক নহে। ঈশ্বরের বর্ণনা করিবার সময় কবিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হইল, তাঁহার ঈশ্বরের আদর্শ এমনি শিল্প চাতুর্য্যের পরিচায়ক, যে লোক প্রায়ই আকৃষ্ট হয়,—কিন্তু দুঃখ এই, শিল্প চাতুর্য্য থাকে থাকুক, যাহাতে প্রাণ বাঁচে এমন কিছুই তাহাতে নাই। যখন বিপদাপদ উপস্থিত হয়,—যখন পাপ প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম বাঁধিয়া যায়, তখন সেই কল্পনা-প্রসূত মূর্ত্তিকে “মা, মা” বলিয়া ডাকিলেও ‘মা কথা বলেন না’ আমি ত সে মাকে চাই না, মা বলিয়া ডাকিলেও যিনি সন্তানের বিবেক কর্ণে কথা বলেন না। শিল্প চাতুরীতে আমার বলাধান বা ক্ষুন্নিবৃত্তি ত হয় না। এ মাকে আমি চাই না। কে চায়?

৩৩শ। পল্লীগ্রামের কুসংস্কারাপন্না বৃদ্ধা নারীগণ সন্ধ্যার পর, গৃহের প্রত্যেক কোণে এক একবার আলোক লইয়া যান। তাঁহাদের বিশ্বাস আলোকের প্রভাবে কোন অপ-দেবতা অন্ধকারে গৃহমধ্যে থাকিতে পারিবে না। এটী কুসংস্কার হইলেও গভীর-অর্থ-ব্যঞ্জক। হে ব্রাহ্ম!—তুমি কি এইরূপে হৃদয় গৃহ পরীক্ষা করিয়া দেখ?—পাপের অপ-দেবতা কুসংস্কার পিশাচ তোমার হৃদয়ের নিভৃত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে কি না, একবার কি দিনান্তে তুমি জ্ঞান ও বিবেকের বর্ত্তিকা সহযোগে তাহা অনুসন্ধান করিয়া থাক?

৩৪শ। এক জন ফরাশী কবি বলিয়াছেন, ”জন্ম

মহৎ গৃহে হইল কি না, তাহা দেখিবার জন্য আমি তত ব্যস্ত নই, কিন্তু হে সন্তানগণ, সাধু মৃত্যু হইল কি না আমি তাহাই জানিতে চাই।" এই বাক্য গুলির সুন্দর অর্থ আছে। নীচ বংশে জন্মিলেও উৎকৃষ্ট জীবন হওয়া সম্ভবপর;—ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসে সূত্রধরের পুত্র, চাষার পুত্র, চর্ম্মকারের পুত্র প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু কাহার জীবন কেমন উৎকৃষ্ট। তাহা প্রায়ই জীবন পরিত্যাগ করিবার সময় জানা যায়। যে সমস্ত জীবন কুকাজে অথবা বৃথা কাজে ক্ষয় করিয়াছে, সে কেন পরকালের ছায়া দেখিয়া ভীত হইবে না? যে চাষা সমস্ত দিন ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়াছে, সেই সায়াহ্নে গান করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া যায়। হে বন্ধু! সমস্ত জীবনের দিনমান পিতার ক্ষেত্রে পিতার কাজ কর, দেখিবে রাত্রির বিভীষিকা চলিয়া যাইবে, জীবনের সন্ধ্যা কালে মনের আনন্দে গান করিতে করিতে, গৃহে যাইতে পারিবে।

৩৫শ। রৌদ্র, বৃষ্টি জ্ঞান নাই, পথশ্রান্তি নাই। পল্লীগ্রামে ঐ যে দরিদ্র লোক ধূলি-ধূসরিতবস্ত্র পরিধান করিয়া, প্রধান নগর অভিমুখে চলিয়াছে, ও কেন যাইতেছে জান? উহার পৃষ্ঠদেশে যে গাত্র মার্জ্জনীতে কি বাঁধা রহিয়াছে, অনুসন্ধান কর, সকলি জানিতে পারিবে। কোন দুর্ব্বৃত্ত, দরিদ্রের নামে রাজদ্বারে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত

করিয়াছে বলিয়া, দরিদ্র আহার নিদ্রা, শীতাতপ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া, যে সকল দ্রব্যে বিচারপতির চক্ষে তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণীকৃত হইতে পারে, তাহারই অনুলিপি লইয়া, প্রধান নগরের দিকে যাইতেছে। হে বন্ধু, এই দরিদ্রের মত হইতে কি ইচ্ছা হয় না? কবে মৃত্যু কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়া ঈশ্বরের বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে হয়, তাহার স্থিরতা কোথায়? অতএব যতদিন জীবন আছে, ঈশ্বরের চক্ষে নির্দ্দোষী স্থিরীকৃত হইবার জন্য, তাঁহার যে সকল প্রিয়কার্য্য করা আবশ্যক, আজ হইতে সাবধান হইয়া নিজের জন্য সেই সকল "দলিল" সংগ্রহ কর। দেখিও ধনে প্রাণে মারা যাইও না।

৩৬শ। আত্মার চলিবার ফিরিবার ক্ষেত্র যদি বিস্তৃত না হয়, তাহা হইলে আত্মার উন্নতি হইবে কেন? ছোট পুষ্করিণীতে মাছ কখনই বাড়ে না, কারণ স্বাধীনভাবে ছুটিবার পথে তাহার চারিদিকেই বাধা। আশঙ্কা হয়, হে বন্ধু! আমাদেরও বা ক্ষুদ্র জলাশয়ের মাছের দশা ঘটে?

৩৭শ। একবার কোন কারণ-বশতঃ জগন্নাথের মূর্ত্তিকে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল। যৎকালে মূর্ত্তিটী গর্দ্দভ পৃষ্ঠে আপন গম্য স্থানে যাইতেছিল, তখন চতুষ্পার্শ্বের লোকেরা পথ জনতাকীর্ণ করিয়া, পরম পূজনীয় দেবমূর্ত্তিকে দেখিতে আসিল, এবং সেই সম্ভজনীয় দেবতার উদ্দেশে করযোড়ে অবনত মস্তকে প্রণাম করিতে লাগিল। নির্ব্বোধ

গর্দ্দভ মনে করিল, "সকলে আমাকেই অভিবাদন করিতেছে, তবে তো আমি একটা বড়লোক।" এই ভাবিয়া গর্দ্দভ, উদর স্ফীত করিয়া, পদচতুষ্টয় বিস্তৃত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—আর এক পাও নড়ে না। বড়ই বিপদ উপস্থিত হইল। পবিত্র পদার্থের বাহককে কেহই প্রহার করিতে সাহস করে না, অথচ প্রহার না করিলেও গর্দ্দভ নড়ে না। অবশেষে, প্রধান পুরোহিত গর্দ্দভের পৃষ্ঠে লগুড়াঘাত করিয়া বলিলেন, "ওরে নির্ব্বোধ, এখানে এমন মূর্খ কেহই নাই। যে তোকে প্রণাম করিবে; তুই যে পবিত্র পদার্থের বাহক তাহাই নমস্য।" সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গল-বিধাতা জগদীশ্বর স্থূল-বুদ্ধি মনুষ্য অথবা ক্রীড়াসক্ত শিশুকেও আপনার মহান্ সত্যের বাহক করিতে পারেন, একথা স্মরণ না থাকাতেই ধর্ম্ম জগতে এইরূপ এক একটী গর্দ্দভের আবির্ভাব হয়। ঈশ্বরের সত্য বহন করিয়া, মানুষ যখন দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করে, তখন অনেকেই সেই সত্যের নিকট মস্তক অবনত করে, এবং সত্যের বাহককে আদর করে। সে কি ভ্রান্ত যে এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া "তবেইত আমি একটা মহাপুরুষ" বলিয়া সদম্ভে পদবিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে।

৩৮শ। একদিন সন্ধ্যাকালে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম, এক স্থানে কতকগুলি রজনীগন্ধা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া বড়ই সুন্দর উপদেশ লাভ করিলাম। এত বিনয় আর কোথায় দেখিব? স্বাভাবিক

সুগন্ধ বিস্তার করিতেও পুষ্পের লজ্জা, তাই রজনীর তিমি-রাবগুণ্ঠনে আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়া, বিশ্বস্রষ্টা প্রদত্ত শোভার ও সুগন্ধের পরিচয় দিতেছে। এ জগতে বড়ই তামাসা দেখিতে পাই, চক্ষুর সম্মুখে অথবা অন্ধকারের গর্ভে যেখানেই প্রস্ফুটিত হউক না কেন, মানুষ সুগন্ধি পুষ্পকে খুঁজিয়া লইয়া আদর করিবেই। উচ্চ স্থানে, চক্ষুকে ঝলসিয়া যে সিমুল ফুল এবং পলাস ফুল ফুটিয়াছে, মানুষ তাহাকে গ্রাহ্যও করিতেছে না, কিন্তু কোথায় কোন্ কাঁটা গাছে কোথায় কোন্ অন্ধকারে কোন্ ফুলটী সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে, মানুষ তাহাকে পাইবার জন্য তাহাকে আদর করিবার জন্য ব্যস্ত। হে বন্ধু! যদি সুগন্ধ থাকে, উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পাইতে হইবে না—দেবজীবনের সুগন্ধ বিকীর্ণ হইলে, মানুষ তোমাকে রজনীগন্ধার ন্যায় অন্ধকার হইতেই খুঁজিয়া লইবে।

৩৯শ। ধূলার হাত হইতে মুক্ত হইয়াছে এমন গৃহ ত দেখিতে পাই না। সম্পূর্ণ নির্ম্মল কোন্ পদার্থ? শুধু চক্ষে আপাততঃ যাহা দেখা যাইতেছে না, সূর্য্যের কিরণ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই, তাহা স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইবে। কে অহঙ্কার করিয়া বলিবে, তাহার গৃহ সম্পূর্ণ পরিষ্কার? কোন্ আত্মার গৃহ সম্পূর্ণ ধূলি বিবর্জ্জিত? যদি সামান্য চক্ষে সামান্য ভাবে দেখিয়াই আত্মার গৃহকে পরিষ্কার জ্ঞান করিয়

সন্তুষ্ট থাকিতে চাও, থাক। কিন্তু উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করিলে একবার ঈশ্বরের তত্ত্ব-জ্ঞানের আলোকে তোমার গৃহকে পরীক্ষা করিয়া দেখ; দেখিবে তুমি কি পদার্থ!

৪০শ। স্নেহের পাত্রদিগের মৃত্যু হইলে কাঁদি কেন, তাহা জানি না। মঙ্গল-বিধাতার মঙ্গল হস্ত সকল সময় দেখিতে পাই না কেন? অতি প্রাচীনকালে যখন মানুষ সেতু নির্ম্মাণ করিতে জানিত না, তখন বিস্তীর্ণ নদীর উভয় পারের লোক কেহ কাহাকেই চিনিত না। কিন্তু যে দিন হইতে স্থপতিগণ বুদ্ধিবলে এক এক খানি কাষ্ঠ লইয়া পর-পারের সহিত এই পারকে সংযুক্ত করিল, সেই দিন হইতে অপর পার্শ্বস্থ দেশ সুপরিচিত হইয়া উঠিল। মৃত স্নেহ-ভাজনগণ কি এইরূপ কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় সেই বিশ্বস্রষ্টা স্থপতির হস্তে, ইহকাল পরকালের অপরিচিত ভাব ও দূরত্ব নষ্ট করি-তেছে না? এইরূপ কত লোক দেখিতে পাই যাহারা কূপ-মণ্ডুকের ন্যায় ইহকালকেই সমস্ত মনে করিয়া মত্ত হইয়া-ছিল, এবং ভব-নদীর অপর পার্শ্বে যে গন্তব্য দেশ আছে, তাহার কল্পনাকেও মনে স্থান দিতেছিল না, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে এক একটী করিয়া হৃদয়ের ধন, বিশ্বস্রষ্টার বিধানে অন্তর্হিত হইয়া পরপারে যুক্ত হইল, তখনই সেই সেতু অব-লম্বন করিয়া সংসারমত্ত মানুষ পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিল, এবং পরলোক যে একটী গন্তব্য স্থান তাহাও মনে মনে বুঝিল।

৪১শ। শীতকালের প্রাতঃকালে পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিলে একটী সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। রজনীতে শিশির পতিত হইয়া সমুদায় পুষ্প বৃক্ষকে সিক্ত করিয়াছে, কিন্তু কোন পুষ্প সিক্ত কোনটী বা অৰ্দ্ধ শুষ্ক অবস্থায় রহিয়াছে। ইহার কারণ এই, রজনীতে কোন পুষ্প আপন মুখ উন্মুক্ত রাখিয়াছিল, আবার কোনটা বা মুখ ঢাকিয়া শিশির প্রবেশ করিতে দেয় নাই। যে পুষ্প মুখ ঢাকিয়াছিল বলিয়া শিশির প্রবেশপথ পায় নাই, শিশির তাহাকেও অলক্ষিতভাবে উপকার করিতে ছাড়ে নাই; পুষ্প হইতে গড়াইয়া শিশির ভূমিতে পতিত হইয়াছে। তাহাতে ভূমি সিক্ত ও সরস হইয়াছে, এবং রসরূপে বৃক্ষে উঠিয়া পুষ্পকে সজীব ও সতেজ রাখিতেছে—তাহা লক্ষ্য করিল না। স্বর্গ হইতে অবিশ্রান্ত ঈশ্বরের দয়া বর্ষিত হইতেছে, যদি তুমি তোমার হৃদয়কে উন্মুক্ত না রাখ সে কাঁহার দোষ?—কিন্তু তোমার গৃহ বন্ধ থাকিলেও ঈশ্বর তোমাকে দয়া করিতে ছাড়িবেন না। সূক্ষ্মদর্শী না হইলে দেখিবে কেন?

৪২শ। ধৰ্ম্মরাজ্যে নিদ্রার অবকাশ নাই। যদি নিশ্চিন্ত পরমপদ লাভ করিতে চাও, তবে অনুক্ষণ উন্মুখ হইয়া থাকিও, কখন্ তোমার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ অবতরণ করিবে কে বলিতে পারে? একজন যুবা পুরুষ প্রাকৃতিক ভূগোল গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন উত্তরকেন্দ্র সন্নিহিত নরওয়ে প্রদেশের কোন পল্লীবিশেষে অমুকদিন ঠিক বারটার

সময় সূর্য্যকে ভূমি সংলগ্ন দেখা যাইবে অর্থাৎ আকাশ যেখানে ভূমি স্পর্শ করিয়াছে বোধ হয়, সূর্য্য উক্ত সময়ে সেই স্থানে অবতরণ করিবেন। এই পরম রমণীয় দৃশ্য দেখিবার জন্য জ্ঞান-পিপাসু যুবা আহার নিদ্রার ক্লেশ সহ্য করিয়া পথ শ্রমকে অগ্রাহ্য করিয়া, শীতাতপের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া পদব্রজে আপন গম্য স্থানে উপনীত হইলেন। তখন বেলা ১০টা বাজিয়াছে। যুবক অনন্যকর্ম্মা, নিদ্রার প্রলোভনে শীঘ্রই ভুলিলেন। নিদ্রা কুহকিনী, নিদ্রা কাণে কাণে বলিল "তুমি এত পথশ্রান্ত হইয়াছ, একটু বিশ্রাম কর"—যুবক ভাবিলেন মধ্যাহ্নের এখনও দুঘন্টা দেরী; বসিয়া বসিয়া কি করিব, এখন একটু নিদ্রিত হই, শীঘ্রই নিদ্রা ভঙ্গ হইবে। এইরূপে যুবক বিবেককে নিদ্রিত হইলেন বটে কিন্তু জাগিয়া দেখিলেন বেলা তখন দুইটা। হায়! এইরূপে কত লোক পরিশ্রম করিয়া করিয়া নিরাশ মনে ধর্ম্ম জগতের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পাপের মোহ পাশে আপনাকে বদ্ধ করিয়াছে। দাশরথীর একটী সুন্দর গান আছে-"নিদ্রাতে ভুলায়, জাগলে জানা যায়,—জাগলে হরির চরণ পাই কিম্বা না পাই; যতনে সবাই চেতন থেক ভাই অচেতনে হারা হওনা নিধি!" হে ব্রাহ্ম ভাই! এ রূপ ভাবকি তোমার মনে সর্ব্বদা থাকে।

৪৩শ। যাহার একটা অঙ্গ অবশ, সে কি চুপ করিয়া

থাকে? তোমার বিবেক যে অসাড়, বোধহীন হইয়া গেল তাহার কি ঔষধ করিতেছ? ধন্য তোমার অজ্ঞতা এবং অদূরদর্শিতা!

৪৪শ। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইতে অনুরুদ্ধ হইলে কাহাকে কাহাকে বলিতে শুনিয়াছি "আগে প্রকৃত ব্রাহ্ম হই, ব্রাহ্ম-সমাজের অনুরূপ চরিত্র গঠিত হউক,তাহার পর সভ্য হইব।" কি ভ্রম! আমরা কি আদর্শ চরিত্র লইয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি? আমরা দুর্ব্বল আত্মার বলের জন্য বিপদে সহায়তার জন্য ঈশ্বরের চরণ তলে ঈশ্বরের সেবকদিগের সহবাসে আসিয়াছি। ব্রাহ্মসমাজ রঙ্গভূমি নহে, এটী চিকিৎসালয়।

৪৫শ। কোন দেশে বড় সংক্রামক পীড়ার দৌরাত্ম্য হইয়াছিল। এক মহাত্মা নিজব্যয়ে ঔষধালয় খুলিয়া রোগ চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহার যেরূপ পীড়া সে তদনুরূপ ঔষধ লইয়া যাইতে লাগিল। সকলেই সিসি হস্তে ঔষধ আনিতে যায়—দেখিয়া এক শিশু মনে করিল এই রূপই বুঝি করিতে হয়। তখন সেও একটা শিশি হাতে করিয়া চিকিৎসকের নিকট গেল এবং সকলের দেখা দেখি, আধ আধ স্বরে বলিল—"আমাকে ঔষধ দাও"। চিকিৎসক জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমার কি অসুখ'।— বালক বলিল 'জানিনা'। তখন চিকিৎসক হাসিয়া বলি-লেন 'পীড়া না হইলে ঔষধ খায় না।'—ব্রাহ্মসমাজে এই

রূপ বালক অনেক দেখিতে পাই। পীড়ার সন্ধান নাই, পীড়া আছে, কিন্তু তাহার জ্ঞান নাই—অথচ জগতের অদ্বিতীয় চিকিৎসকের গৃহে আসিয়াছেন। যাঁহারা বলেন উপাসনা বা প্রার্থনা সরস এবং সজীব হয় না, তাঁহারা নিশ্চয়ই জানিবেন, তাঁহারা রোগ নির্ণয় না করিয়াই ঔষধের জন্য আসিয়াছেন। হে ব্রাহ্ম! কেন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছ একবার ভাব দেখি, নিজের পীড়া আছে বলিয়া, না কিছু কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম করা আজ কালকালকার রীতি হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া?

৪৬শ। শরৎকালের প্রত্যূষে এবং সায়ংকালে আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়—নানাবিধ মনোহর বর্ণে আকাশ চিত্রিত রহিয়াছে। কিন্তু কি দুঃখ, এই সকল সুন্দর বর্ণ সর্ব্বক্ষণ স্থায়ী হয় না;—দেখিতে দেখিতে সমুদায় বর্ণই তিরোহিত হইয়া যায়। সুনীল সু-উচ্চ আকাশের নীলত্ব অথবা উচ্চতার কখনও এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। যাঁহারা নিজের জীবনের পরীক্ষা না দেখাইয়া, বক্তৃতার ছটায় লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চান, সংসারের প্রলোভনের অগ্নিময় রবি কিরণে, অথবা বিপদ-অন্ধকারের সমাগমে তাঁহাদের বক্তৃতাছটা যে কোথায় চলিয়া যায়, তাহা কেহই দেখিতে পায় না। কিন্তু ব্রহ্মের কৃপায় যাঁহার জীবন উন্নত আকাশের ন্যায় হইয়াছে, বিপদের অন্ধকার তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিতে পারে, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক ভাবকে

বিনষ্ট করিতে পারে না। আর প্রলোভনের রবি-কিরণে তাঁহার প্রকৃতি, সূর্য্য-কিরণ-আচ্ছাদিত নীলাকাশের ন্যায়, বরং অধিক উজ্জ্বলভাবে পরিলক্ষিত হয়।

৪৭শ। শিশু আপন গৃহে স্থিরভাবে শয্যায় শয়ান। বাহিরে তুমুল ঝটিকা হইতেছে, তাহাতে শিশুর কি?—তাহার জননী নিকটে রহিয়াছেন। আমাদের ঈশ্বরকে যদি কল্পনার বস্তু না রাখিয়া, এইরূপ নির্ভর করিবার উপযুক্ত 'মা' বলিয়া ঠিক বুঝিতে পারি, তাহা হইলে কোন্ ঝড়ে আমাদিগকে ব্যাকুল করিতে পারে?

৪৮শ। আশার সুখসাগরে ভাসমান যুবক, মৃত্যুর নামে তোমার হৃদয়ের রক্ত শুকাইয়া যায় কেন? প্রাচীনের মুখে মৃত্যু বিষয়ক উপদেশ শুনিলেই বা তুমি এত বিরক্ত ও বিচলিত হও কেন? আজ যদি মৃত্যু তোমার কেশাকর্ষণ করে, তাহা হইলে কি তুমি ঈশ্বরকে বলিতে পার "প্রভু! এই আমার জীবনের কার্য্য গ্রহণ কর—তুমি যে সকল বীজ প্রদান করিয়া আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলে, এই দেখ, তাহ হইতে হৃদয় উদ্যান পুষ্পে পরিপূর্ণ হইয়াছে"?—তাহা যদি না পার, সাবধান হও, ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রবৃত্তিগুলির অপব্যয় করিও না।

৪৯শ। সমুদ্রে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত কি চমৎকার! সমুদ্রের গর্ভ হইতে যখন সিন্দুর বর্ণ সূর্য্যের জন্ম হইল, তখন তাহার দিকে চাহিলেই চক্ষু যুড়ায়; কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আর তাহার দিকে তাকান যায় না, এত ঔজ্জ্বল্য

সমস্ত দিনমান অন্ধকার নাশ করিয়া সূর্য্য যখন অস্তগামী হন. যখন সমুদ্রে ডুবিয়া যান, তখনও চমৎকার শোভা, দৃষ্টি-সুখকর লোহিত-বর্ণ সূর্য্য ধীরে ধীরে সমুদ্রগর্ভে লুক্কাইত হইলেন। প্রকৃত ধার্ম্মিকের জীবনও এইরূপ. যখন অনন্তের গর্ভ হইতে ধার্ম্মিকের জন্ম হইল, তাঁহার বাল্যকালের শোভা দেখিয়া কে না মোহিত হয়? কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার জীবনের ঔজ্জ্বল্যে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকে কাহার সাধ্য? সমস্ত জীবন প্রখর তেজে কুরীতি কুনীতি ও কুসংস্কার ভস্মীভূত করিয়া, ধার্ম্মিক দিবাবসানে যখন অনন্তে বিলীন হন, তখনকার শোভাও মধুর; জীবনের কার্য্য শেষ করিয়া গম্য স্থানে গমন করিতে তাঁহার কিছু মাত্র ক্লেশ হয় না।

৫০ তম। একবার কোন বন্ধুর বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। দ্বিতলগৃহে আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমি প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া জানালার নিকট বসিয়া থাকিতাম। আমার গৃহের ঠিক নীচে একটী ঘরে টবে করিয়া নানাপ্রকার সুগন্ধি ফুলের গাছ সাজান ছিল। ভোর বেলায় উদ্যানপালক আসিয়া সেই ঘর খুলিয়া দিলেই আমি বুঝিতে পারিতাম, কারণ গোলাপ প্রভৃতির এমনই সুগন্ধ বাহির হইত, যে কাহাকে বলিয়া দিতে হইত না যে ঘরে সুগন্ধি পুষ্প আছে। আমি তখন ভাবিয়াছি প্রকৃত ধার্ম্মিকের জীবন এইরূপ হওয়া আবশ্যক। যেখানেই তিনি থাকুন, তাঁহার পবিত্রতা সাধুতার সুগন্ধ চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া

দূরস্থিত ব্যক্তিকেও আমোদিত করা উচিত। উচিত বটে, কিন্তু কেন করে না?

৫১ তম। সমাজের সুশৃঙ্খলা ও সুবন্দোবস্তের জন্য নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে চাও কর, কিন্তু একটী কথা জিজ্ঞাসা করি দশজন সম্মিলিত হইলে, অন্ততঃ দুজনও যে বিদ্বেষভাবাপন্ন বলিয়া এক স্থানে উপবেশন করিতে ক্লেশ পান এ অবস্থা অপনোদনের কি হইতেছে? রন্ধনশালায় প্রখর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবার পূর্ব্বে প্রভূত ধূম বহির্গত হয়, এই ধূম যদি নির্গমনের পথ না পায়, তাহা হইলে রন্ধনশালায় সকলকেই ক্লিষ্ট করে। হে সমাজ সংস্কারক, অনেক ব্রাহ্মের হৃদয় হইতে এই যে বিদ্বেষের ধূম উদ্গারিত হইতেছে এই অবস্থা কিসে যায় একবার চিন্তা কর দেখি? ধূম অগ্নির পূর্ব্ব লক্ষণ। রন্ধনশালার ধূম জীবন-প্রদ খাদ্যের পূর্ব্ব লক্ষণ বলিলেও হয়, রন্ধনশালার ধূম এই জন্যই এত প্রিয়। কিন্তু এই বিদ্বেষের ধূম কোন্ প্রাণ-প্রদ অবস্থার পূর্ব্ব লক্ষণ? আশঙ্কা হয় এই ধূমের পরই সৃষ্টি সংহারক অগ্নি উৎপন্ন হইবে!

৫২ তম। স্বার্থপরতা জলাবর্ত্তের ন্যায় দূর হইতেই পরস্বাকর্ষণ করে, বলিয়া সকলেই স্বার্থপরতাকে ঘৃণা করে। কিন্তু স্বার্থপরতা এমনি আশ্চর্য্য রোগ যে সকলেই ঘৃণা করে, অথচ কেহই স্বার্থপরতার হাত হইতে সম্যকরূপে মুক্ত নহেন। "স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যম" এ কথা অনেকবার শুনিয়াছি কিন্তু

অনেকদিন হইতেই এই বৈরাগ্যের অভাব দেখিতেছি। স্বার্থের জন্যই মানুষ মানুষের শত্রু, স্বার্থের জন্যই এত বিদ্বেষ। যদি প্রকৃত স্বার্থত্যাগী হও, বিদ্বেষ এবং মনোবাদের সম্ভাবনা কোথায়? তাহা হইলে ত মানবসমাজ স্বর্গ হয়।

৫৩ তম। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, কিন্তু এখনও প্রকৃত ব্রাহ্মজীবন পাইলাম না কেন? পুণ্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ আজিও কেন হইল না? কেন আজও বুঝিতে পারিলাম না, ন্যায় অপেক্ষা প্রেমের মূল্য অধিক, এবং সহানুভূতি দণ্ড অপেক্ষা পাপ নাশে অধিক সমর্থ? যখন প্রবল ঝড় বৃষ্টি পৃথিবীর বৃক্ষোপরি উৎপাত করিতে থাকে, তখন কি পৃথিবীর বৃক্ষ লতাদির শোভা সৌন্দর্য্য অধিক বর্দ্ধিত হয়, না বসন্তের সমাগমে, মৃদু বায়ুর হিল্লোলে? এখনও বুঝিলাম না; কবে বুঝিব ঈশ্বরই জানেন! কিন্তু যে দিন সমগ্র ব্রাহ্ম সমাজকে নিজের পরিবার মনে করিয়া সব দিকে বিশ্ব জনীন প্রীতি বিস্তৃত হইবে, সে দিন না আসিলে উপায় কি?

৫৪তম। কোন বিপুল ধনশালীর শিশু পুত্র আপনার পিতার নিকট হইতে একটী সুন্দর সুসজ্জিত বাটী প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঘরগুলির ব্যবহার এবং আবশ্যকতা কি, শিশুর বুদ্ধি হইলে শিশু তাহা বুঝিয়া লইতে পারিবে, ভাবিয়া পিতা তৎসম্বন্ধে তাহাকে কোন উপদেশ প্রদান করেন নাই।

কালক্রমে সেই শিশু মানুষ হইল, কিন্তু সে সব ঘরগুলি ব্যবহার করিল না। সে আলস্য পরবশ হইয়া উপরের গৃহে কথনও যাইত না। কেবল নীচের ঘরগুলির দ্বার খুলিয়া তথায় আমোদ আহ্লাদ করিয়া তাহাতেই সুখানুভব করিত। কি দুর্ভাগ্য--সেই লোক। যদি একবার উপরে গিয়া পিতার সুসজ্জিত ঘরগুলি দেখিত, উপরের গৃহের দ্বারগুলি খুলিয়া নির্ম্মল আকাশ সুন্দর বায়ুর হিল্লোল, মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, এ সকল যদি একবার প্রত্যক্ষ করিত, তাহা হইলে সে কথনই আর নীচের অপরিশুষ্ক গৃহের অস্ফুট আলোক, অবিশুদ্ধ বায়ু এবং বাহিরের ঘোর কোলাহল, এ সকল লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে চাহিত না। অভ্যাসে সকলি হয়। ক্রমে নীচের দুর্গন্ধময়, ক্ষীণালোক-পূর্ণ ঘরে বসা তাহার এত দূর অভ্যাস হইয়া গেল, যে তাহাতে আর তাহার ক্লেশ বোধ হইত না, এবং কথনও বন্ধু বান্ধবদিগের কথায় উপরের ঘরে বেড়াইতে গেলে, ক্ষণকাল থাকিয়াই সুখ লাভার্থে নীচের ঘরেই ছুটিয়া আসিত। আমারও এই লোকের দশা ঘটিয়াছে বোধ হয়। আমি পরম পিতার নিকট হইতে যে আত্মার বাড়ীটী পাইয়াছিলাম, ব্যবহার না জানাতে আমার সে বাড়ীর যে অনেক ঘর নষ্ট হইয়া গেল। অসত্য-বিমুখতা সত্যপ্রিয়তা বিনয়, প্রীতি, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, নির্ভর প্রভৃতি উপরের বড় বড় সুন্দর সুসজ্জিত ঘরগুলি সব বিশ্রী হইয়া গেল। কেবল নীচ স্বার্থ ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষ্যা প্রভৃতি

দুর্গন্ধময়, ক্ষণ-ব্যবহার্য্য নীচের ঘরগুলি লইয়াই আমি ঘোর আমোদে মাতিয়াছি! কি দুর্দ্দশা! নিজের ভ্রম বুঝিলাম না, বুঝিলেও এত বল নাই, যে অভ্যাসের হাত ছাড়াই, এখন কি করি? ব্রাহ্ম ভাই! তুমি কি এ অবস্থায় পড়িয়াছ? সেই সুখী যে যথাসময়েই সমুদায় ঘরের ব্যবহার বুঝিয়া প্রত্যেকের তদনুরূপ ব্যবহার করে।

৫৫তম। হে ব্রাহ্ম, একবার অতীতের গৃহে প্রবেশ কর। অভিজ্ঞতার সেই অন্ধকারময় গৃহে একবার জ্ঞানের বর্ত্তিকা লইয়া প্রবেশ কর দেখি—তুমি চমকিত হইয়া যাইবে। ধীরে ধীরে মন ভুলাইয়া, কাল জীবনের কত ভাগ হরণ করিল, কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে তোমার অভিজ্ঞতার গৃহে তোমার পিতার জন্য কি সঞ্চয় করিয়াছ, দেখিতে পাইতেছ? কিছুই না। পাপের পূজা করিবার আয়োজনই গৃহকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ, তোমার পিতার ন্যায্য অধিকার সত্ত্বেও তাঁহার স্থান সেখানে দেখিতে পাইতেছি না কেন? আত্মন্!—যদি চক্ষে জল থাকে, ক্রন্দন কর, কারণ তোমার অভিজ্ঞতার গৃহ পূতিগন্ধময় জঘন্যতার লীলাভূমি! কিন্তু নিরাশ হইও না। এমন স্থানে আসিয়াছ, যেখানে প্রাণ মনে চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই উদ্ধার হইবে; এইজন্য বলি, অতীত ভাবিয়া নিরাশ হইও না—বর্ত্তমানের জীবন সংগ্রামে বীরের ন্যায় প্রবৃত্ত হও, এবং ভবিষ্যতের জন্য সেই সর্ব্ব-শক্তিমানের নিকট বল ভিক্ষা করিয়া সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক।

৫৬তম। দুই পথিক কোন প্রদেশে যাইতেছিল। কতকদূর গমন করিয়া, তাহারা এমন একটী স্থানে উপস্থিত হইল যেখানে দুটী পথ দুইদিকে গিয়াছে। একজন পথিক বলিল 'এই পথই গম্যস্থান যাইবার প্রকৃত পথ'। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল তোমার ভুল হইয়াছে, ওপথে গেলে কথনই অভীষ্ট স্থানে উপনীত হইতে পারিবে না।' কথায় কথায় তুমুল বিবাদ বাঁধিয়া গেল। তখন প্রত্যেকেই আপন পিতৃপুরুষগণের বচন উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য বিষয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইল। অবশেষে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে, এই গোলমালের কারণ জানিতে পারিলেন এবং তাহাদিগকে মিষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন যে, তোমাদের বিবাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এই পৃথিবীতে বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার সময়ে সময়ে দেখা যায়। ধর্ম্ম জগতে সকলেরই গম্যস্থান ঈশ্বর অথচ কোন পথে গেলে গম্যস্থানে উপনীত হওয়া যাইতে পারে, তাহা লইয়া প্রতিনিয়ত হিন্দু, মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পরস্পরের মধ্যে এত শ্লেষ এত বিদ্রূপ এবং কুৎসা চলিতেছে, যে ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। উদার ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মত এই যে, পথসম্বন্ধে যতই মতভেদ বা ভ্রান্তি হউক না কেন, যাহার সরল জীবনের লক্ষ্য ঈশ্বর, সে ঈশ্বরকে পাইবেই। হইতে পারে আমার ঈশ্বরের কল্পনা বিকৃত, কল্পনা হইতে রক্ষা পাইলেই আমি ঈশ্বরকে পাইব। প্রত্যেক

বালকেরই তাহার পিতার কোলে উঠিবার অধিকার আছে। এখন সে নিজের শক্তিতেই পিতার হাটু ধরিয়া উঠুক, অথবা তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্যেই উঠুক। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতে-ছেন হিন্দু হও, মুসলমান, খ্রীষ্টান হও যদি সরলবিশ্বাস থাকে, ভ্রম হইতে রক্ষা পাইয়া ঈশ্বরকে পাইবেই।

৫৭তম। দিবসের কর্ম্ম যখন শেষ হয়, বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত সুখালাপের যখন পরি সমাপ্তি হইল, নির্জ্জনে হৃদয়দ্বার খুলিয়া যখন অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের বিষয় চিন্তা করি, তখন অলক্ষিত ভাবে কোন্ চিন্তা আসিয়া মনকে এত ব্যাকুল করে? কাহার জন্য প্রাণ এত উতলা হয়? ব্রাহ্মভাই! সন্দেহ করিও না এই চিন্তা এই ব্যাকুলতা তোমাদের পিতা মাতা পরিত্রাতা ঈশ্বরের জন্য। শিশুকে লইয়া গেলে সে কাঁদে, কিন্তু সে যে মাতার অদর্শনে কাঁদি-তেছে, তাহা যেমন শিশু বুঝিতে পারে না, আমিও মা থাকিতে নিজের দোষে মাতৃহীন হইয়া রহিয়াছি বলিয়াই দুঃখ করি। কিন্তু কি দুঃখ নিজের বিষাদের কারণ নিজেই বুঝি না। মনে ভাবি, সংসারের সুখই আমার ব্যাকুলতা নিবারণের উপায়। কি ভ্রম!!

৫৮তম। এ জীবনে কি ঈশ্বরকে পাইব না? অন্যের জীবন কিরূপ তাহা জানি না, তবে আমার জীবন ত এই বোধ হয়, যে নিজের অসারত্ব ও অপূর্ণতা ভাবিয়া ম্রিয়মান হওয়া, যাহা নাই এবং যাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা-

রই জন্য ব্যাকুল হওয়া, জ্ঞানচক্ষুর অস্ফুট আলোকে, অপরিস্কৃত ভাবে স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সেই অল্পমাত্র সৌন্দর্য্যোতেই সন্তুষ্ট থাকা, এবং সুপ্রসিদ্ধ নাবিক কলম্বসের ন্যায় আশার সাগরে ভাসমান হইয়া, কাম্যস্থান হইতে আগত একটী ক্ষুদ্র তৃণ অথবা একটী সুন্দর পাখী দেখিয়াই তৃপ্ত হওয়া, এই ত পার্থিবজীবন? পাখীর উড়িতে ইচ্ছা হইলে, তাহাকে যদি আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহার যেরূপ ক্লেশ হয়, আমারও সময়ে সময়ে নিজের বদ্ধভাব ভাবিয়া সেইরূপ ক্লেশ হয়। কিন্তু আমি এই ভাবিয়াই সন্তুষ্ট যে ঈশ্বর এইরূপেই আমাদিগকে গৃহাভিমুখে লইয়া যাইতেছেন, তিনি মহান্—তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

৫৯তম। বিদ্যুতের আলোকের ন্যায় সে স্বর্গীয় ভাব আমার মনশ্চক্ষুর নিকট হইতে কেন হঠাৎ তিরোহিত হইয়া গেল! কেন ঈশ্বরেতে শান্তি অনুভব জীবনে অধিক কাল করিতে পারি না? ব্রাহ্ম ভাই—ঈশ্বরেতে শান্তি কাহাকে বলে, তাহা কি অনুভব করিয়া থাক? শিশু খেলা করিতে করিতে ভয় প্রাপ্ত হইয়া, যখন ছল ছল চক্ষে মাতার কাছে ছুটিয়া যায়, তখন জননী প্রিয় শিশুকে কোলে বসাইয়া, তাহার নিকট সান্ত্বনার গীতি গাইয়া, তাহার ভয় চকিত মনকে শান্ত করেন।—সংসারের খেলায় ভয় প্রাপ্ত হইয়া,—হে ব্রাহ্ম ভাই! তুমি কয়বার তোমার পরম মাতার কাছে ছুটিয়া গিয়াছ? কখন কি তোমার মা তোমাকে বলিয়াছেন "আমার

প্রিয় জীবাত্মন্, তুমি নির্ভয়ে বিচরণ কর—আমি আছি তোমার ভয় কি? বিপদ হইলে একবার "মা" বলিয়া আমার কাছে ছুটিয়া আসিও" এই অলৌকিক শান্তির জন্ম আমি ব্যাকুল হইয়াছি—একবার যে শান্তি পাইয়াছিলাম, তাহার জন্ম আবার লালায়িত হইয়াছি। কবে এই 'তপ্ত হৃদয় শান্ত হবে'?—

৬০তম। জীবনে ঈশ্বরের 'প্রসন্ন মুখ' দেখিতে পাই না কেন? ব্রাহ্ম ভাই,—কোন্ পাপের আবরণ আমার ঈশ্বরকে চক্ষের অন্তরালে রাখিয়াছে? আত্মন্, তাঁহাকে দূরে ফেলিতে হইলে, গুরুতর পাপের অনুষ্ঠান করিতে হয় না, জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ সমষ্টিই যথেষ্ট। দূরবীক্ষণ সহযোগে গ্রহ নক্ষত্র দেখিতে যদি তোমার ইচ্ছা না হয়, তাহা হইলে দূরবীক্ষণের সমগ্র ভাগকে খণ্ড খণ্ড করিতে হইবে না, একবার কাচের উপরে নিঃশ্বাস ফেলিলেই তাহা মলিন হইয়া তোমার দৃষ্টি রোধ করিবে।—ঈশ্বরকে না দেখিতে পাইয়া যাহারা খেদ করিয়া বলে—"আমরা এমন কি গুরুতর পাপ করিয়াছি—যে তাঁহাকে দেখিতে পাই না'—তাহারা কি ভ্রান্ত!—ছোট ছোট পাপ কতগুলি হইয়াছে। স্বার্থপরতা, কুটিলতা, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতিতে কতবার পড়িয়াছ, একবার তালিকা কর দেখি! দেখিবে নিজের জঘন্যতায় নিজেই শিহরিয়া উঠিবে; তবে ঈশ্বরকে দেখিবে কেন?

৬১তম। ধর্ম্মের জন্ম প্রাচীন সময়ে অনেক লোক অত্যা-

চারীর হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রাতঃস্মরণীয় নাম ধন্য হউক! কিন্তু এইরূপ ধর্ম্ম বীরত্ব তাদৃশ কঠিন ব্যাপার নয়, কারণ ধর্ম্ম-বীরত্বের মূলে—তেজ, অভিমান,—স্বর্গলাভের বাসনা, সকলই ছিল। নিজের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যাবলির মধ্যে ঠিক ধর্ম্মের পথে থাকা ভয়ানক কষ্টকর। ধর্ম্মবীরের উপরে জগতের চক্ষু, সুতরাং সে অবস্থায় ঈশ্বরের-জাজ্বল্যমান সত্বা অনুভব করিয়া হৃদয়ের আবেগে প্রাণদান করা বিশেষ কঠিন নহে। কিন্তু নির্জ্জনে নিজের পরিবার পরিজন প্রতিপালনে, অথবা নিজের কার্য্যালয়ের তত্বাবধানে অথবা পণ্যশালার ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে,—যেখানে জগতের কোটী চক্ষু মানুষের উপর পড়ে না,—সেইখানে ধর্ম্মে অটল থাকা প্রকৃত মনুষ্যত্বের কার্য্য।

৬২তম। যে বালক দূরদেশে পড়িতে যায়,—বিদ্যালয়ের কার্য্য শেষ হইলে, যখন সে গৃহে যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার কত আনন্দ!—শিক্ষা শেষ করিয়া দীর্ঘকালের জন্য বিরাম সুখ, বন্ধু বান্ধবদিগের সহবাস লাভ করিতে কোন বালকের হৃদয় নাচিয়া উঠে না? কোন্ মূর্খ বালক বিদ্যালয়কেই আপনার চিরকালের বাসগৃহ ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকে? কি দুর্ভাগ্য,—আমাদের তাহাই ঘটিয়াছে!—ঈশ্বরের পৃথিবীতে শিক্ষার জন্য আসিয়া এই খানেই বাড়ী ঘর করিয়া চিরকালের জন্য বাস করিবার বন্দোবস্ত করিতেছি! বৃক্ষে ফল ঝুলিয়া থাকে; যতদিন সুপরিপক্ক না

হয়,—ঝুলিয়া থাকে, পাকিলে আপনিই পড়িয়া যায়। হে মনুষ্য; এজগতের শিক্ষা লাভ করিবার জন্য, ঈশ্বরের সংসারে বিচরণ করিতেছ, যখন তোমার শিক্ষা শেষ এবং জগতে তোমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাপ্ত হইবে,—তোমার পিতা তোমাকে লইতে আসিলে, বিদেশের আকর্ষণে ভুলিয়া থাকিও না। তোমার পিতার গৃহে অনেক শোভা সৌন্দর্য্য আছে; যাহার তুলনায় এ বিদেশের আকর্ষণ অতি অকিঞ্চিৎ-কর। তাই বলি,—বাড়ী ফিরিয়া যাইতে যেন কাঁদিতে না হয়।

৬৩ তম। লোকের বিষয়ে বিচার করিতে গেলে, তাহার বর্ত্তমান চরিত্র দিয়া বিচার করা উচিত নয়,—প্রথম যাত্রা করিবার স্থান হইতে কে কতদূর ও কি পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে—তাহাই দেখা উচিত। ঈশ্বর সকল মানুষকে সমান অবস্থায় রাখেন নাই—কেহবা সাধু পিতা মাতার আশ্রয়ে বর্দ্ধিত,আবার কাহাকে বা অসাধুসঙ্গের পাশে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছে। এক জঙ্গলে দুটী পাখী ছিল—একটী গাছের উপরে আর একটী জঙ্গলের মধ্যে ঝোপের নীচে বদ্ধ। এমন সময় যদি দুইটী পাখীরই মনে এই রব উত্থিত হয় 'হে পাখী উন্নত আকাশে উঠ'—তাহা হইলে কাহার অধিক চেষ্টার এবং সামর্থ্যের প্রয়োজন? ঈশ্বর যাহাকে স্বর্গের সোপানে রাখিয়াছেন তাহার জীবনে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য—দেখাইবার বৈচিত্র্য কি? কিন্তু যে পাপের পূতিগন্ধের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত তাহাকে

যদি কখনও স্বর্গের নিকটে দেখি তাহা হইলে বুঝিব তাহারই প্রকৃত মহত্ত্ব। কারণ এই স্থানে উপনীত হইতে তাহাকে অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিতে হইয়াছে।

৬৪ তম। কতকগুলি লোকে একখানি প্রকাণ্ড নৌকা প্রস্তুত করিতেছিল। আহার নাই, নিদ্রা নাই—দিনরাত পরিশ্রম করিয়া সেই লোক গুলি আপনাদিগের সমুদায় শক্তি সেই এক কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া ছিল। অবশেষে তাহাদের বহুকষ্টের ধন নৌকা প্রস্তুত হইল, তখন তাহারা মহানন্দে নৌকা ভাসাইয়া দিয়া আ! বাঁচিলাম বলিয়া বিশ্রাম করিতে চলিল, মনে ভাবিল—আমাদের কাজ আমরা শেষ করিয়াছি—এখন স্রোত এবং বাতাসে নৌকাকে চালাইবে। কি মূর্খ!—কি বাতুলের উক্তি!—হে মনুষ্য নৌকা প্রস্তুত করিয়াছ ভালই; কিন্তু তোমাকেই উহা চালাইতে হইবে। তোমার বিশ্রাম কোথায়? ব্রাহ্মবন্ধুগণ আমারাও কি বাতুলের ন্যায় কার্য্য করিতে বসি নাই? এই ধর্ম্মসমাজ যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আমরা কত উৎসাহ কত ত্যাগস্বীকার কত সতেজ জীবনী শক্তি দেখাইয়াছি! কিন্তু এখন ইহাকে ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া গঠন কার্য্য শেষ করিয়া আমরা দূরে দণ্ডায়মান আছি। মনে ভাবিতেছি—এখন সময়ের স্রোতে ইহাকে পরিচালিত করুক। ব্রাহ্ম ভাই বিশ্রামের অবসর কোথায়? ধর্ম্মসমাজ বাঁধিয়াছ ভালই;

কিন্তু গা ছাড়িয়া দিলে, তোমার সাধের ধন ধর্ম্মসমাজ নষ্ট প্রাপ্ত হইবে। অতএব সাবধান,—পরিচালনার ভার তোমা-দেরই হস্তে সুপথে চালাইয়া স্বর্গগামী এই নৌকার সদ্ব্যবহার করিও।

৬৫ তম।—একটা কথা জীবনে অনেকবার শুনিয়াছি, কিন্তু কাজে সেরূপ করিয়া উঠিতে পারিনাই? এই মহানগ-রীর পথে পথে, যেখানে প্রতিনিয়ত ব্যবসায় বাণিজ্য চলি তেছে, যদি সেখানে যাওয়া যায়, তাহা হইলে কে ধনী তাহা সহজেই স্থির করা যায়, কিন্তু কে ব্রাহ্ম, কে ধার্ম্মিক, তাহা কি বুঝিতে পার, বিষয়ব্যাপারের ত্রিসীমার মধ্যেও অনেক সময় ধর্ম্মকে দেখা যায় না; যদিই বা কখনও দেখা যায়, তাও ধর্ম্মের অতিশয় দুর্দ্দশা; মলিনবেশে, করযোড়ে, ধর্ম্ম একপাশে দণ্ডায়মান। বিদ্যালয়ে, কি পরিবারবর্গের মধ্যে, কি কার্য্যালয়ে কি ব্যবসায়ে যদি সকল স্থান হইতেই আদর্শজীবন দেখিয়া ব্রাহ্মগণকে চিনিয়া না লওয়া যায়,তাঁহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির আশা কোথায়? একজন উপদেষ্টা রবিবার দুঘণ্টা ধরিয়া যে সত্য প্রচার করিলেন, শত শত লোক যদি পরবর্ত্তী সাতদিন ধরিয়া,আপনাদিগের শোচনীয় জীবনে সেই সত্যের অযাথার্থ্যের প্রমাণ দিতে থাকিলেন,তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ব্যাঘাত হইবে না কেন? ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারীরাই ধর্ম্মপ্রচার এবং সমাজের উন্নতির জন্য দায়ী এই কথা মনে করিয়া যিনি নিয়ত কিছু 'করেন না, অন্ততঃ

নিজে আদর্শানুরূপ করিতে প্রয়াস পায় না, তাঁহার ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে প্রস্থান করাই উচিত।

৬৬ তম। যদি বাতাস না থাকে, পাখী কখনই উড়িতে পারে না। আবার দুটী পক্ষের একটী পক্ষচ্ছেদন করিয়া দাও তাহাতেও পাখী আর ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিবে না। ধর্ম্মজগতে মানুষও এই পাখীর মত, তাহারও দুটী পক্ষ এবং একটী সুবিস্তীর্ণ বায়ুমণ্ডল চাই। সাধুসঙ্গ এবং সৎগ্রন্থ এই পক্ষদ্বয় অবলম্বন করিয়া জগৎপতির বিশ্বব্যাপী সত্তার মধ্যে মানুষ যখন বিচরণ করে. তখনই সে সুখে স্বাধীনভাবে সংসারে অবস্থান করিতে পারে; ইহার একটীর ব্যাঘাত উৎপন্ন হইলেই, আত্মার ক্লেশের সীমা থাকিবে না।

৬৭ তম। শিশুকে অনেক সময় আমোদের বস্তু এবং কখন কখনও ধর্ম্মকর্ম্মের, সৎকর্ম্মের ব্যাঘাত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু শিশুর মত শিক্ষক কে? যে উদাসীন, সে শিশুতে বিরক্ত হউক, কিন্তু সংসারী শিশুর সহবাসে শিক্ষা লাভ করুক। শিশুরা মানুষকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে নিজের সমাজের হিতসাধনেচ্ছু করিয়া তোলে। প্রথমতঃ নিজের সুখ হউক, বা না হউক, অপনার ছোট ভাইভগিনী-দিগের জন্য সকল সুখ প্রস্তুত রাখিতে পারিলেই প্রাণে আরাম। দ্বিতীয়তঃ পদব্রজে চলিতে চলিতে পথের বালক-দিগের মুখে কুকথা শুনিলে, সমাজের এই কুশিক্ষা সংশো-ধনের উপায় চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু যদি

গৃহে আসিয়া দেখি, আমার ছোট ভাইটি অথবা ভগিনীটী অসৎ শিশুর সঙ্গে পড়িয়া, পথ হইতে কুকথা শিখিয়া আসিয়াছে, তাহা হইলে আর স্থির হইয়া থাকিবার যো কি। বাষ্পীয় পোত সংযুক্ত বাষ্পীয় যন্ত্র যদি লৌহকীলকদ্বারা পোতের সহিত সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ না হয়, তাহা হইলে যেমন সুন্দররূপে পোতকে চালাইতে পারে না, শিশুগণও তেমনি এই লৌহকীলকরূপে কার্য্যক্ষম। আমাদিগকে সমাজতরণীতে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ না রাখিলে, উন্নতির দিকে বেগে অগ্রসর হওয়া সমাজের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিত।

৬৮ তম। চন্দ্রগ্রহণ কখন হয়? যখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে। ব্রাহ্মের উন্নতজীবন চন্দ্রমার ন্যায় জ্যোতিতে বর্দ্ধিত হইতে হইতে কখন কালিমাভাব ধারণ করে? যখন সংসারে কুটিলতার, স্বার্থপরতার ছায়া ধর্ম্মজীবনকে স্পর্শ করে। হে বন্ধু! বাল্যকালের কুশিক্ষার ফলে কুটিলতা, স্বার্থপরতা যে তোমার রক্তমাংসরূপে পরিণত হইয়াছে, কোন্ ঔষধি সেবনে তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পার, তাহার বিষয় চিন্তা কর।

৬৯ তম।—একদিন নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ শুনিয়া মন অত্যন্ত বিচলিত হইল।—ব্যাপার কি জানিবার জন্য, একটী ছোট ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দিলাম। মনে মনে একবার ক্রোধ, একবার দুঃখ, এইরূপ ভাবের উদয় হইতে লাগিল। কোন্ নিষ্ঠুর এই গভীর যন্ত্রণা

ব্যঞ্জক বিলাপধ্বনির হেতু ?—সেই দুরাত্মাকে কঠিন শাস্তি দিতে স্বতঃই মনে ইচ্ছা হইল। এমন সময় আমার ভ্রাতা ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"স্ফোটকাক্রান্ত রোগীকে চিকিৎসক অস্ত্রচিকিৎসা করিতেছেন—তাই রোগী যাতনায় কাঁদিতেছে।" অমনি আমার মন প্রফুল্ল হইল।—যাহা আপাততঃ ক্লেশকর, কিন্তু পরিণামে মঙ্গল ফল-প্রসূ সে ক্লেশকে কে ক্লেশ বোধ করে? যাঁহারা প্রাচীন সমাজে রহিয়াছেন, তাঁহারা এটী বুঝিতে পারেন না বলিয়াই, দেশের এত দুর্গতি। হে বন্ধু! কুসংস্কার-স্ফোটক-পূর্ণ দেহধারী সমাজের অঙ্গে আঘাত করিয়া যদি তুমি পৌরুষকার মনে না কর,—পরন্তু যদি রোগ আরোগ্য করাই তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে, বিবেকের আদেশ এই, যতবার প্রয়োজন ততবারই অস্ত্রাঘাত করিও, ইহাতে সমাজ ক্রুদ্ধ হন, হউন—ক্রন্দন করেন করুন।—"সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়।"

৭০ তম।—বসন্তকাল উপস্থিত হইলে আপনিই বুঝিতে পারা যায়। বায়ুর মাধুর্য্য বর্দ্ধিত হইল, তরুলতা নবপল্লব এবং কুসুমে মণ্ডিত হইল, নীলাকাশ মেঘোন্মুক্ত হইল, কোকিল কুহুরবে গান গাহিল, এবং জগতের অগণ্য প্রাণী আনন্দের ভাব প্রকাশ করিল।—এই সকল দেখিয়াই লোকে বুঝিতে পারে বসন্তকাল আসিয়াছে।—ঈশ্বরের কৃপারূপ সুবসন্ত মানবজীবনে উদয় হইয়াছে কি না, একথাও তূরী ভেরী নিনাদ করিয়া লোককে জানাইতে হয় না।—মানবাত্মায়

ঈশ্বরের উপস্থিতিও বসন্ত কালের ন্যায় বাহ্যিক কতকগুলি লক্ষণের দ্বারা উপলব্ধি করা যায়. চারিদিকে সকলই মধুর বোধ হয়, ঈশ্বরাধিকৃত আত্মা কিছুই কুৎসিত বা জঘন্য দেখেন না ; ঈশ্বর-দত্ত বৃত্তি সকল নুতন শোভা ধারণ করে, তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় কেবল মাত্র পার্থিব সুখের জন্য লালায়িত হয় না। পরন্তু ঈশ্বরের কার্য্য মনে করিয়াই আপন আপনি নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে—বিবেক রূপ কোকিল ঈশ্বরসমাগমে মনের আনন্দে গান করে, হৃদয়াকাশ রিপুর গাঢ়মেঘ হইতে মুক্ত হয়, এবং জগতের অগণ্য নরনারী এইরূপ আত্মার সহবাসে উপদেশে এবং কথোপকথনে, অপার আনন্দ এবং উপকার বোধ করে। এইরূপ সুমহদ-বস্থায় উপনীত হইলেই মানুষ মহাপুরুষ নামে আখ্যাত হইবার যোগ্য হয়। প্রধান নগরের প্রকাশ্য স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া তার স্বরে আপন মহাপুরুষত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা না করিলেও এইরূপ লোকই যথার্থ ঐ নামের অধি-কারী।

৭১তম।—"অমুক সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে" অথবা "অমুকের ছেলে মানুষ হইয়াছে"—একথা বলিলে তুমি আমি কি বুঝি? "সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে"—এ কথার অর্থ কি প্রাণের বন্ধুর মৃত্যু হইয়াছে? না।—আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে? না।—মনের কুবৃত্তিনিচয় আধিপত্য লাভ করিয়াছে? না। বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। অন্য পক্ষে "মানুষ হইয়াছে"

বলিলে কি আমরা এই মনে করি—যে অমুকের পশুভাব ত্বদীয় দেবভাবের বশীভূত হইয়া কার্য্য করে? না। সে কি এখন ঈশ্বরের ভাবিয়া সকল সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে? না। তাহার পশুভাব তাহাকে পরাজয় করিয়াছে—যশ ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে তাহার গৃহে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না। কিন্তু সে সব হইলে কি হয়,—তথাপি সে 'মানুষ' হইয়াছে, কেন না তাহার মাসিক আয় তিন শত টাকা!! এ পৃথিবীর লোক ধনকেই মনুষ্যত্বের চিহ্ন মনে করে। যে ধনী কুৎসিত চরিত্র হইলেও সেই মনুষ্য; যে নির্ধন দেবভাবে মণ্ডিত হইলেও ত'হার সর্ব্বস্ব গেল। কি ভ্রান্তি!! ব্রাহ্ম ভাই, তুমি কোন্ ধনকে মনুষ্যত্বের চিহ্ন মনে কর?

৭২তম।—দুঃখ ক্লেশে মুহ্যমান যুবক!—ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিতে পাওনা কেন?—ক্লেশ তিক্ত ঔষধের ন্যায় শান্তি দান করে, আরোগ্যও করে। যখন "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া লোকে মঙ্গল-বিধাতার নিকট হইতে আগত ক্লেশকে আলিঙ্গন করে, তখন তাহাতে পীড়ার প্রতীকার হয়; কিন্তু ক্লেশকে বহন করিতে অস্বীকার করিলেই তাহা শাস্তি হইয়া পড়ে! যাহার পীড়া হয় তাহারই ঔষধের প্রয়োজন। যে লোক আপনার উপর নির্ভর করিয়া জগতে সকল বিপত্তির মধ্যে অটল থাকিবে মনে করে, ঈশ্বর সেই অহঙ্কার-পীড়াগ্রস্ত লোকের নিকট ক্লেশের ঔষধ প্রেরণ করেন। ব্রাহ্ম ভাই! কোন্ সাহসে অহঙ্কারী হইবে—জগ-

তের কণ্টকময় পথে শুধুপায়ে বেড়াইতে সাহস করাতো বাতুলতার কাজ! তত্ত্বজ্ঞানের পাদুকা দ্বারা পদদ্বয় মণ্ডিত কর,—অথবা ঈশ্বর কৃপারূপ যানারোহণ কর, নতুবা রক্ষা কোথায়?—

৭৩তম।—সুখের মুখ দেখিতে পাইলাম না!—চারিদিকে আকাশ মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছে বোধ হয়, কিন্তু যতই ধরিতে চাই, ততই আকাশ উঠিয়া যায়!—সুখ ও আমাকে সেই রূপ ফাঁকি দিয়াছে!—কিন্তু জীবনে একদিন বোধ হইয়াছিল যেন স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে এবং সেই পথে সুখের উৎস উৎসারিত হইয়া আমার উষ্ণ হৃদয়কে অভিষিক্ত করিল।—একদিন নির্জ্জনে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে করিতে শরীর শিহরিয়া উঠিয়াছিল হৃদয় মন স্বর্গীয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল; যদি আমার সে ভাব স্থায়ী হইত তাহা হইলে আমি দেবতা হইয়া যাইতাম।—সে ভাব রহিল না বটে, কিন্তু তদবধি এই সার বুঝিয়াছি যে চিরজীবনসখা পরম প্রিয়তম পরমেশ্বরের নিকট নির্জ্জনে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ খুলিয়া দেওয়াই সকল সুখের মূল। ব্রাহ্ম ভাই! কখনও কি প্রিয় বন্ধুর কর্ণে আপনার গভীর জীবনের কাহিনী ঢালিয়া দিয়াছ? এ সুখ যে কি সুখ তাহা হইলেই কিয়দংশ বুঝিতে পারিবে।

৭৪তম।—ক্রোধ করিয়া যদি তোমার চরিত্রের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা তোমাকে বলে, তবে জানিও সেই কথার

কোন মূল নিশ্চয়ই আছে, কেন না রাগিলেই লোকের মনের কথা আপনিই বাহির হইয়া পড়ে। ক্রুদ্ধ ব্যক্তি এইরূপে তোমার অপকার না করিয়া বরং উপকারই করিল। তোমার নিন্দারূপ যে বাণ তাহার হৃদয়ে ছিল, ক্রোধ ধনুক হইয়া তাহাকে প্রয়োগ করিল; যদি আত্মাদর অপেক্ষা ঈশ্বর লাভাকাঙ্ক্ষা অধিক প্রবল হয়, স্থিরভাবে এই বাণ সহ্য করিবে এবং আপন দোষ সংশোধনে যত্নবান থাকিবে।

৭৫তম। একটী গল্পে শুনিয়াছি যে, নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত বৈকুণ্ঠে বসিয়াছিলেন, এমন সময় তাঁহার মন বিচলিত হইল, বুঝিতে পারিলেন, কোন ভক্ত তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছে। কিন্তু মন অধিক বিচলিত না হওয়াতে নারায়ণ ভক্তের অন্বেষণে যাইতে চাহিলেন না। লক্ষ্মী বারংবার বলাতে নারায়ণ অগত্যা গমন করিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরেই ফিরিয়া আসিলেন। লক্ষ্মী কারণ জিজ্ঞাসু হওয়াতে নারায়ণ বলিলেন "একজন মনুষ্য যুদ্ধ করিতে করিতে পরাজিত প্রায় হইয়া আমাকে ভাবিতেছিল। কিন্তু এখন সে নিজেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আমার সাহায্যে আর তার প্রয়োজন নাই। আমার সাহায্য অপেক্ষা তাহার নিজের বাহুবলের উপর অধিক আস্থা দেখিয়া আমার থাকা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় ফিরিয়া আসিলাম।" এই গল্প হইতে এই উপদেশ পাই যে, যেখানে নিজের প্রাধান্যবোধ, সেই খানেই ঈশ্বরের অদর্শন। রোগীর চিকিৎসক, দুর্ব্বলের বল ঈশ্বর অহঙ্কারীর হৃদয়ে উদয়

হইতে পান না। একজন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "আপনি কোন্ দেশে ঈশ্বরকে পাইলেন" তিনি উত্তর করিলেন "যে দেশে 'অহং'কে ছাড়িয়া আসিয়াছি"। ব্রাহ্মভাই ভাবিবার বিষয় অনেক আছে।

৭৬ তম। ধূলা রাস্তার কত উপরে উঠে? যে পাখী খুব উপরে উঠিয়াছে, তাহার ডানায় কি ধূলা লাগে? পৃথিবীতেই যে আত্মা চিরকাল বাস করে, সে কেন পৃথিবীর ছোট ছোট জ্বালা যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন হইবে না? যে আত্মা ঊর্দ্ধে উঠিতে জানে, তার এ বিষয়ে ভয় কোথায়?

৭৭ তম। বাষ্পীয় শকটে ভ্রমণ করিতে করিতে যে সকল মনোহর স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে স্নেহ জন্মাইয়া কে ক্লিষ্ট হইতে চায়? পথিক গম্য স্থানে যাইতেই লালায়িত, পথের ধারে সুন্দর বস্তু থাকিলে পথিকের কি? জীবনের পথে চলিতে চলিতে, হে পথিক, কেন পার্থিব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলে? কেনই বা এই ক্ষণিক সৌন্দর্য্যের জন্য উন্মত্ত হইয়া এইখানেই বাড়ী ঘর করিতে বসিলে?

৭৮ তম। মুখই হৃদয়ের দর্পণ, কারণ মুখ দেখিয়া হৃদয়ের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। যে সুখী তাহার মুখ হাসিতেছে, যে দুঃখী তাহার মুখ অশ্রুজলে সিক্ত, যে ক্রোধপরায়ণ তাহার মুখ দেখিলেই তাহার সেই ভাব বুঝিতে পারা যায়। যাঁহাদের হৃদয় মন স্বর্গে বিচরণ করে, তাঁহাদের মুখে স্বর্গীয় শোভা দেখিতে পাই না কেন? অনেক ধর্ম্ম-

সম্প্রদায়ের মধ্যেই যাঁহারা পরম ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহাদের মুখ দেখিলে বোধ হয়, যেন স্বর্গ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কারণ এই মহাধার্ম্মিকদিগের মুখ সর্ব্বদাই বিষণ্ণ। এইরূপ অবস্থা হইবার একটা কারণ এই যে, যে ধার্ম্মিক, সেই নিজকে মহাপাপী এবং ঈশ্বরের অযোগ্য সন্তান বলিয়া বিশ্বাস করে, সুতরাং ঈশ্বরের সহবাসরূপ স্বর্গে বিচরণ করিলেও তাহার হৃদয় মন আনন্দিত হইবার অবসর পায় না। পাপের জন্য কাঁদিব, না বসিয়া বসিয়া স্বর্গের শোভা দেখিব? পরম দরিদ্র পেটের দায়ে ভিক্ষা করিতে রাজার বাড়ীতে যায়, কিন্তু যে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ব্যস্ত, না বাড়ীর শোভা দেখিতে ব্যাকুল? কে ধার্ম্মিক, কে অধার্ম্মিক, তাহা জানিবার উপায় এইখানে। যে নিজের ধর্ম্মজীবন একরূপ বেশ চলিয়া যাইতেছে, ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তাহার সেই নাবিকের দশা ঘটে যে, জলাবর্ত্তের আকর্ষণে নৌকা ছুটিতেছে দেখিয়া অনুকূল স্রোত ভাবিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে কাল কাটায়। ব্রাহ্ম ভাই, নিজের অবস্থা ভাবিয়া সতর্ক হও।

৭৯ তম। *"দলাদলির ভাব (Party spirit) কেন?"* অনেকে এই বলিয়া আমাকে তিরস্কার করেন। আমি তদুত্তরে এই বলি যে,—যে সন্ন্যাসী অথবা উদাসীন নয়, কোন বিশেষ মনোবৃত্তির বশীভূত হইয়া তাহাকে দল বাঁধিয়া থাকিতে হয়। আমিও সেইরূপ সমাজে বাস করি কিন্তু থাকিতে হয়, বলিয়া আমি থাকি না, সত্য অন্বেষণের সহা-

স্বভাব হয় বলিয়া থাকি। ব্রাহ্ম ভাই, তুমি যে সমাজে রহিয়াছ, তাহার মধ্যে সত্য পাইবে বলিয়া না অন্য কোন ভাবে? আমি ত দলাদলি বুঝি না। যতদিন সমাজ আমাকে গম্য স্থানের দিকে লইয়া যাইতেছে, ততদিন আমি আছি ;— কিন্তু তাহার অন্যথা হইলে আমি থাকিব না। রেলের গাড়ীতে মানুষ যখন চড়ে, তখন কি সে সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্তই বেড়িয়া বেড়ায়? না গম্য স্থানে যাইবার জন্য যতক্ষণ এক গাড়ীতে থাকা প্রয়োজন, তাহাই থাকিয়া পুনর্ব্বার দ্বিতীয় শকট অবলম্বন করে?

৮৭ তম। লৌহবর্ত্ম অবলম্বন করিয়া বাষ্পীয় শকট পরিভ্রমণ করে, কিন্তু গম্যস্থানের দিকে না গিয়া পাছে অন্য দিকে যায়, এই জন্য পথিমধ্যে স্থানে স্থানে কতকগুলি লোক কৌশলবিশেষের সহায়তায় শকটের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়। যে পথে যাইতেছিল সে দিকে এক তিল অগ্রসর হইলেই নিশ্চিত মৃত্যু, এমন অবস্থায় যাহার কৌশলে শকটের বেগ ভিন্ন পথে প্রযুক্ত হইল, সে শকটের কেমন উপকারী। জীবনের পথে চলিতে চলিতে পাপের দিকে, সর্ব্বনাশের দিকে না গিয়া, যে ধর্ম্মের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, তোমার জীবনের গতি কাহার কৌশলে পরিবর্ত্তিত হইল স্মরণ হয় কি? একটি মিষ্ট কথায়, একটু মিষ্ট ব্যবহারে, একটু বাক্যহীন অঙ্গভঙ্গিতে কত জীবন সর্ব্বনাশের পথ হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা কি?

ঈশ্বরের নাম ধন্য হউক, জীবনের পথে এইরূপ হিতৈষী রক্ষক নিযুক্ত না করিয়া দিলে জীবনের বেগ কোথায় গিয়া শেষ হইত ?

৮১ তম। মাতা যখন শিশুকে প্রহার করেন, তখন শিশু ক্রন্দন করে বটে, কিন্তু সজলনয়নে মাতার দিকেই তাকায়। ঈশ্বর যখন প্রহার করেন, তখন কয় জন লোক এই শিশুর ন্যায় সেই পরম মাতার দিকেই চাহিয়া থাকে ? নিজের দম্ভেই সর্ব্বনাশ হইল—সম্পদে অকৃতজ্ঞতা এবং বিপদে নিজের বিক্রম দেখাইয়াই এই দুর্দ্দশা ! জগতের জননি, কবে সম্পদকালে অথবা বিপদের আগমনে তোমারই মঙ্গলময় সত্তা অনুভব করিয়া স্থির থাকিতে শিক্ষা করিব ?

৮২ তম। পাপ কি মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া অনেক সময় ভ্রান্ত মানুষকে আপনার জালে বদ্ধ করে। যে কুৎসিত সে যেমন সুন্দর পরিচ্ছদে আপনার স্বাভাবিক বিকৃতি ঢাকিয়া মনাকর্ষণ করে, সৎকার্য্যের আভরণে ভূষিত হইয়া পাপও সেইরূপ লোককে আপনার বশীভূত করে। সৎ কার্য্য করিতেছি বটে কিন্তু অনেক সময় মূলে প্রশংসাবাক্য শুনিবার বাসনা বর্ত্তমান থাকে ; অপরের কোনরূপ ব্যবহারে দুঃখিত হওয়া উচিত কিন্তু দুঃখের পরিচ্ছদে বিজাতীয় ক্রোধ আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিল ; জীবনের দৈনিক কার্য্যাবলি লিখিয়া রাখিলে উপকার হইবে ভাবিয়া লিখিতেছি,

কিন্তু অনেক সময় মূলে এই ভাবনা রহিয়াছে যদি কখনও পুস্তক খানি কাহারও হাতে পড়ে সে "ধন্য ধন্য" করিবে এই রূপে মেষের আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া বাঘ অনেক সময় অত্যাচার করে, এ দুর্ঘটনা নিবারণের উপায় কি? ব্রাহ্ম ভাই, একবার ভাবিয়া দেখিও।

৮৩ তম। গঙ্গা নদী কি ভয়ানক বেগে সমুদ্রাভিমুখে ছুটিয়াছে। পর্ব্বতোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল রাশির সংযোগ উৎপন্ন হইয়া যখন গঙ্গা সমতল ক্ষেত্রে নাবিয়াছে, তখন তাহার বেগ কত? চারি দিক হইতে ছোট ছোট নদী আসিয়া গঙ্গাতে গা ঢালিয়া দিতেছ, তাহাতে গঙ্গার বলের বৃদ্ধি বই হ্রাস হইতেছে না। পদে বাধা পড়িলেই গঙ্গা দ্বিগুণিত বেগে তাহা উলঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যাইতেছে। সমুদ্রে না উপস্থিত হইয়া আর গঙ্গার বিশ্রাম নাই। যিনি সৌভাগ্য ক্রমে লক্ষ্যহীন জীবন লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন নাই, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি এই গঙ্গানদীর ন্যায় অপ্রতিহত বেগে তদীয় জীবনের লক্ষ্য গম্য স্থানাভিমুখে চলিয়াছে কি না? পথের বাধা বিঘ্ন জীবনের লক্ষ্যের গতিকে গঙ্গানদীর বেগের ন্যায় বর্দ্ধিত করে কি না? হে বন্ধু মনুষ্যত্বের চিহ্নই এই, যে এমনই ভাবে জীবন যাপন করিবে যেন লক্ষ্য পথ হইতে কোন কালেই বিচলিত হইতে না হয়, তা চারি দিক হইতে আমার লক্ষ্যের অনুকূল ঘটনাই আসুক, আর ঘোর বাধা বিপত্তিই বা উপস্থিত হউক।

৮৪ তম। মানুষ বড় স্বার্থপর। যতক্ষণ তাহার মতানু-যায়ী ঘটনা ঘটে, ততদিন্ ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত মানুষ দেখিতে পায়, কিন্তু যাই বিপদাপদ আসিল, অমনি মানুষ ভাবিল ঈশ্বর স্বর্গের ঈশ্বর, পৃথিবীর কেউ নন। কোন ক্ষেত্রে একটী ঝিঁ ঝিঁ পোকা বাস করিত। মহাসুখে কাল কাটাইয়া ঝিঁ ঝিঁ দিন রাতই গান করে, এবং পৃথিবী বেশ চলিতেছে বলিয়া মনে করে। কালক্রমে একদিন কৃষক ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে আসিল. লাঙ্গলের চড়্ চড়্ শব্দ এবং বৃষের ঘনগভীর পদ শব্দ নিকটে শুনিয়া দরিদ্র ঝিল্লীর প্রাণ উড়িয়া গেল। অবশেষে হলকর্ষণে ঝিল্লীর গৃহ ভাঙ্গিয়া গেল, এবং ক্ষুদ্রকীট গড়াইতে গড়াইতে এক পার্শ্বে পড়িয়া মনে মনে ভাবতে লাগিল "মহাপ্রলয় উপস্থিত, পৃথিবীর ভিত্তি উঠিয়া গেল!" কৃষক ভবিষ্যতের শস্যের কথা ভাবিয়া আনন্দে গান করিতে-ছিল. সে জগতের ধ্বংসের কথা এত শীঘ্র ভাবিবার আবশ্য-কতা দেখে নাই। ঝিল্লী যদি হঠাৎ মতপ্রকাশ বা চিন্তা না করিয়া অপেক্ষা করিত, তাহা হইলে কৃষকের শ্রমের ফল দেখিতে পাইত। ব্রাহ্ম ভাই, জান না কি অমঙ্গলের গাঢ়-মেঘ হইতেই ঈশ্বর প্রভূত পরিমাণে মঙ্গলের বারি বর্ষণ করেন? নিজের মতের বিপরীত ঘটনা দেখিলেই ঈশ্বরের মঙ্গলময় সত্তার কথা ভুলিয়া গিয়া, জগতের সর্ব্বনাশ হইতে চলিল, ইহা ভাব কেন?

৮৫ তম॥ এক নাবিক দীর্ঘকাল সমুদ্রে সমুদ্রে ভ্রমণ

করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। দীর্ঘকাল সমুদ্রে থাকিলে এক প্রকার পীড়া জন্মে, নাবিকের তাহাই জন্মিল;—সে সমুদ্রের জলে সবুজ বর্ণ বৃক্ষাদি দেখিতে লাগিল, এবং জলে স্থলের কল্পনা করিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অবশেষে এক দিন যখন বন্ধু বান্ধব কেহই নিকটে ছিলেন না,—প্রবাসী নাবিক হৃদয়ের আবেগে তখন সমুদ্র মধ্যেই হরিদ্বর্ণ বৃক্ষাদিপরিশোভিত উপকূল দেখিতে পাইল, এবং "আর না, আর সহ্য হয় না" বলিয়া সেই উপকূলে অবতরণ করিতে গিয়া আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিল। ব্রাহ্ম ভাই, ভবসমুদ্রপারের নাবিক! স্মরণ রাখিও তোমার গম্য-স্থান কোথায়? দীর্ঘ কাল সমুদ্রে ঘুরিয়া উপকূলের কথা ভুলিও না। আর দেখিও যেন সমুদ্রমধ্যেই কল্পনাবলে উপকূলের সৃষ্টি করিয়া ডুবিয়া মরিও না।

৮৬ তম। স্বর্গ নরক, কোথায়?—যে ধর্ম্মাবলম্বী যাহাই বলুন, ব্রাহ্ম বলেন স্বর্গ নরক দুইই আপন হৃদয়ে।—যে সাধু তাহার স্বর্গ হৃদয়ে, যে পাপী তাহার নরকও হৃদয়ে। বাহিরের কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল যে আত্মপ্রসাদ এবং অনুশোচনা, তাহাই স্বর্গ এবং নরক। প্রতিধ্বনি যাহা শোনে তাহাই বলে। মিষ্ট কথা বল, মিষ্ট প্রতিধ্বনি শুনিবে; কটু কথা বল, প্রতিধ্বনিও তদ্রূপ হইবে সন্দেহ কি?—বাহিরের কার্য্যের প্রতিধ্বনিই হৃদয়ে শোনা যায়। যে বাহিরে স্বর্গীয় কার্য্য করিতেছে, তাহার হৃদয়ে স্বর্গের প্রতিধ্বনি;—যে

বাহিরে নরকের কার্য্য করিতেছে, তাহার হৃদয়ে নরকের শব্দ প্রতিধ্বনিত।

৮৭ তম।—আমরা তিন ভাবের কর্ত্তব্য কাজ দেখিতে পাই প্রথম, যে কর্ত্তব্য করিলে প্রশংসা লাভ করা যায়, না করিলে নিন্দার ভয়; দ্বিতীয় যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে লোকে দেখে না, মেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় মনুষ্য চক্ষুর অগোচর থাকিয়া যে কর্ত্তব্য সম্পাদিত হয়; তৃতীয়, যে কর্ত্তব্য শক্রর জন্যই খাটিতে উপদেশ দেয়। প্রথম শ্রেণীর কর্ত্তব্য লাভ মূলুক বা ভয়মূলুক; দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ত্তব্য এতদপেক্ষা উন্নত তাহাদের মূলে লাভ ভয় কিছুই নাই; তৃতীয় শ্রেণীর কর্ত্তব্য এ সকল অপেক্ষা অনেক উন্নত এবং স্বর্গীয় তাহাতে যে অত্যাচার করে তাহারই মঙ্গল কার্য্য করিতে উপদেশ দেয়। প্রথম শ্রেণীর কর্ত্তব্য সকল মনুষ্যই সম্পন্ন করে—দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবার লোক পাওয়া দুর্ঘট—তৃতীয় শ্রেণীর কাজ কে করিতে পারে, তাহা আমার কল্পনার মধ্যে থাকিলেও অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। ব্রাহ্ম ভাই, কর্ত্তব্য বুদ্ধি কর্ত্তব্যবুদ্ধি বলিয়া বক্তৃতা কর আলোচনা কর—তুমি কোন্ শ্রেণীর কর্ত্তব্য কাজ অধিক করিয়া থাক? চিন্তার কথা ছাড়িয়া দাও ঔচিত্যানৌচিত্যের কথা শু’নতে চাইনা—কার্য্য তুমি কোন শ্রেণীতে সরল প্রাণে আলোচনা কর দেখি;—দেখিবে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পরমদেবতার তুমি কত অযোগ্য সন্তান।

৮৮তম।—কয়েকজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এক অরণ্যের মধ্যে বেড়াইতে গিয়াছিলেন তথায় তাঁহারা একটী পাপিয়ার বাসা দেখিতে পাইলেন। দেখিবা মাত্র তাঁহারা পক্ষীটির আকৃতি, বাস গৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী, ডিম্বের সংখ্যা, ডিম্বের বর্ণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ভয়ানক মত ভেদ হইল, প্রত্যেকেই প্রাণি বিদ্যাবিষয়ক পুস্তক হইতে আপনার মত সমর্থন করিতে চেষ্টা পাইলেন। বিলক্ষণ কটুক্তি চলিতে লাগিল—অবশেষে ভয়ানক হাতাহাতি আরম্ভ হইল পাখীটী এতক্ষণ নিকটবর্ত্তী একটা ঝোপের নীচে ছিল, এই গোলমালে একটী গাছের উপর উড়িয়া বসিল এবং ধীরে ধীরে আরম্ভ করিয়া অবশেষে সুস্বরে আকাশ এবং বন পূর্ণ করিয়া গান ধরিল। পক্ষীর গানে উন্মত্ত বৈজ্ঞানিক-দিগের বুদ্ধির উদয় হইল, তখন তাঁহারা বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া সলজ্জভাবে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সংসার অরণ্যে সমাজবদ্ধ মানুষদিগের মধ্যে ঘোর মত ভেদ এবং বিবাদ উপ-স্থিত হইয়াছে। সমাজের সুশৃঙ্খার জন্য কি রূপ নিয়ম আবশ্যক ধর্ম্ম রক্ষা কিরূপে হইবে, ইত্যাদি বিষয়ে সমাজে ঘোর আন্দোলন উঠিয়াছে। হে আত্মার আরাম পাখি! তুমি কোথায়? একবার এই দুর্য্যোগে তোমার স্বর্গীয় প্রেম, আনন্দ এবং শান্তির সুমধুর সঙ্গীতে আকাশ এবং বনভূমি পরিপূর্ণ কর। বিবাদ, অশান্তি চলিয়া যাউক, যেন সার ছাড়িয়া অসার লইয়া লোক উন্মত্ত না হয়!

৮৯তম।—পল্লীগ্রামের মূর্খলোকদিগের বিশ্বাস এই সংসরের মধ্যে একবার করিয়া গঙ্গা স্নান করিলে গতবৎসরের সমস্ত পাপ ধুইয়া যায়। আমি জানি কেহ কেহ এই রূপে গঙ্গাস্নান করিয়া কেবল পাপ ধুইয়া যায় তাহা নহে, পরন্তু নূতন বৎসরে নূতন নূতন পাপ করিবার শক্তি উপার্জ্জন করিয়া লইয়া যায়; তাহারা মনে করে গতবৎসরের পাপ প্রক্ষালিত হইল, এখন কিছুকাল পাপ করিলেও পাপের বোঝা তত গুরুতর হইবে না। আমরা নিজেকে দিয়া বুঝিতেছি এই ব্রাহ্মসমাজেও এরূপ লোক বিদ্যমান আছেন যাঁহারা সমুদয় বৎসর কুৎসা প্রচার ক্রোধ পরায়ণাতা ঔদ্ধত্য প্রভৃতির জন্য জীবন ক্ষেপণ করিয়া উৎসবের প্রতীক্ষা করেন। তাহারা মনে করেন উৎসবের স্রোতে এই সকল পাপ ধুইয়া যাইবে। ভবিষ্যতে নূতন পাপ করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের না থাকিতে, পারে, কিন্তু বিশেষ সাহসের সহিত কি তাঁহারা বলিতে পারেন 'উৎসবের' স্রোতে পাপকে চিরকালের জন্য ভাসাইয়া দিলাম? পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যাঁহারা উৎসবের অপেক্ষা করেন তাঁহাদের জন্য বৎসরে অনেকগুলি উৎসবের প্রয়োজন করে, কিন্তু পাপের সহিত সংগ্রামের শেষ, বৎসরে একবার করিয়া উৎসবে হইবে না—অধিক উৎসব চাই।—তোমার উৎসব প্রত্যহ হউক। বিবেকের সহায়তায় আত্মপরীক্ষার বারিতে তোমার উৎসব কার্য্য প্রত্যহই হউক, তোমার পাপরাশি প্রক্ষালিত হউক।

৯০ তম। প্রগাঢ় ভালবাসা এবং ভয় এক স্থানে থাকে না। যে হৃদয় ভালবাসায় পূর্ণ নহে, তাহাতে ভয়ের উদ্রেকের স্থান হয়, কিন্তু যে হৃদয় ভালবাসায় পরিপূর্ণ, তাহা স্থির হইয়াই থাকে। কোন সময় একটী বৃহৎ সরোবর খনন করা হইয়াছিল। যতক্ষণ বৃষ্টির জল, এবং দূর হইতে আনীত নদীর জল তাহার বক্ষ পরিপূর্ণ করিতেছিল, ততক্ষণ সরোবরের তলা হইতে কর্দ্দম উঠিয়া চারিদিক হইতে ময়লা জমিয়া জলকে পঙ্কিল করিল; কিন্তু যাই শুষ্ক সরোবর পরিপূর্ণ হইল, সমুদায় গোলমাল থামিয়া গেল—কর্দ্দম নীচে পড়িয়া গেল এবং সুবিস্তৃত নীলাকাশ সূর্য্য—চন্দ্র—তারা—বিভূষিত হইয়া সরোবর বক্ষে শোভা পাইল। মানব হৃদয়কে যতক্ষণ বিশ্বাস, আশা, এবং প্রেম এই তিন জলস্রোতে পূর্ণ না করে, ততদিন হৃদয় সরোবর পঙ্কিল হইয়াই থাকে কিন্তু যাই হৃদয় জলস্রোতে পূর্ণ হয় অমনি সন্দেহ, ভয়, অবিশ্বাস প্রভৃতির মলা নীচে পড়িয়া যায়, এবং সেই হৃদয় সরোবরে মঙ্গলময় পিতার প্রেম এবং মঙ্গলময় সত্তা প্রতিফলিত হয়।

৯১ তম। আদর্শ খুঁজিয়া খুঁজিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলাম—তথাপি মানব সমাজে একটী জীবন দেখিতে পাইলাম না, যাহাকে সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া স্থির থাকিতে পারি। যাঁহাকে দেবতা ভাবিয়াছিলাম, তিনি সামান্য ভ্রান্তিশীল মানুষ বলিয়া এখন অনুভূত হইয়াছেন; যিনি ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য জীবন দিয়াছেন, চাহিয়া দেখি তাঁহার পরিবারস্থ লোক

জ্ঞানালোক বর্জ্জিত, যিনি ত্যাগ স্বীকারের অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অবাক্ করিয়াছেন, তাঁহারই জীবনের অপর ভাগে ছদ্মবেশে অভিমান এবং প্রাধান্য লাভেচ্ছা কার্য্য করিতেছে। কাহাকে একমাত্র অনুকরণীয় বলিয়া স্থির করিয়া রাখিব? হে ব্রাহ্ম!—পরের জীবন দেখিয়া তোমার জীবনের আদর্শ নির্ণয় কর, কিন্তু ঈশ্বর ভিন্ন কাহাকেও সম্পূর্ণ আদর্শ মনে করিও না—চিত্রকর যেমন সকল স্থানের সুন্দর ভাবের একত্র সমাবেশ করিয়া আপন চিত্রের উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস পায় তুমিও সেইরূপ সকলের উৎকৃষ্ট ভাগ গ্রহণ কর, কিন্তু কাহারও সম্পূর্ণ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইও না। কঠোর অভিজ্ঞতা বড় অপ্রিয়বাদিনী হইলেও উৎকৃষ্ট শিক্ষয়িত্রী। আমার শিক্ষয়িত্রী আমাকে বলিতেছেন "হে মানুষ, ভ্রম সঙ্কুল মানবহৃদয় পূর্ণ আদর্শ হইতে পারে না—সাবধান! তোমাকে অনেক দূর যাইতে হইবে, অন্ধ ভিন্নদেশবাসী পথ প্রদর্শকের ন্যায় ভ্রান্ত মনুষ্যকে পূর্ণ মাত্রায় আপনার অগ্রগামী করিও না—তাহার সহায়তা গ্রহণ কর, কিন্তু ঈশ্বরই যেন মরুপথযাত্রীর ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় তোমার চিরকালের আদর্শ ও পথ প্রদর্শক হন।"

৯২ ভ্রম।—আত্মাভিমানকে হৃদয়ের গৃহে পুষিয়া রাখিয়াছি, পুণ্যাত্মা হইতে চেষ্টা করিলে কৃতকার্য্য হইব কেন! ঈশ্বরের আদেশে জ্ঞানের বর্ত্তিকা লইয়া আত্মার ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করিলাম কত ঘর পরিষ্কার হইল, কিন্তু অভিমান

যে ঘরে ছিল আমি সেখানে না গিয়া ঈশ্বরকে প্রতারণা করিলাম। আহা, কি মূর্খ আমি! চোরকে, অপকারীকে জগতের অদ্বিতীয় শান্তি রক্ষক পরম পিতা পরমেশ্বর ধরিয়া লইতে আসিয়াছিলেন, আমি তাহাকে হৃদয়ের নিভৃত স্থানে আশ্রয় দিয়া ঈশ্বরের অবমাননা করিলাম! ব্রহ্ম ভাই, চোরকে গৃহে স্থান দিয়া কে নিরাপদ হইয়াছে? কালসর্পকে আশ্রয় দিয়া কে অকাতরে কাল কাটাইতে পারিয়াছে?— আত্মাভিমানকে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার বশীভূত না করিতে পারিলে উন্নতির আশা কোথায়?

৯৩তম। পাপের জলস্রোতে যাহার প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল, সে কি তাহা হইতে ঈশ্বরের কৃপাবলে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার সেই জল স্রোতের নিকটে যায়?—নদীর তরঙ্গে যাহার প্রাণ যইতেছিল বন্যার ভয়ে যাহার হৃদয় সন্ত্রাসিত হইয়াছিল সে কি আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে মুক্তি পাইলেই বন্যার সীমা ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করে না? ব্রাহ্ম ভাই, প্রলোভনে কতবার পড়িয়াছ? তবুও কেন প্রলোভনের সীমা ছাড়িয়া দূরে যাও না? মদ্য যাহার প্রলোভন, তাহাকে অনেক সময় মদ্যপদিগের সঙ্গে দেখিলেই তাহার নিষ্কৃতি সম্বন্ধে আশঙ্কা হয়, যাহার অন্যবিধ প্রলোভন, তাহাকে সেইরূপ প্রলোভনের স্থানেই দেখিতে ইচ্ছা করে না। নদীর স্রোতের সহিত, বন্যার ভীষণ তেজের সহিত, 'সেনাপতি বিশ্বপতির' সহায়তায় যুদ্ধ করিতে পার, অগ্রসর হও; নতুবা,

পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা কর। এ পলায়নে লজ্জা নাই; বুক শুকাইয়া গিয়াছে, মনকে প্রবোধ দিয়া মলিন মুখে 'ভয় কি, ভয় কি, বলিয়া পাপের সহিত সংগ্রামে অগ্রসর হওয়া, ইহার মতন মুর্খতা আর কি আছে?

৯৪ তম। গল্প শুনিয়াছি এক সময় ভৃগু মুনি ক্রোধান্ধ হইয়া নারায়ণের বুকে পদাঘাত করেন—তখন নারায়ণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "দ্বিজবর, আমার কঠিন বক্ষে আঘাত করিয়া আপনার পায়ে পীড়া বোধ করেন নাই তো"?—কি চমৎকার!—প্রকৃত সাধুপুরুষের লক্ষণই এই। সামান্ত মনুষ্য যখন মনে মনে ভাবে 'ঐ অমুক আমাকে অবহেলা করিল'—সাধু যিনি তখন তিনি সতর্ক হইয়া ভাবেন 'আমার দ্বারা যেন কাহারও ক্লেশ না হয়,' 'আমি যেন কাহাকেও অবহেলা বা অবমাননা না করি।'—সাধারণ লোকে আপনাকে বাঁচাইয়া চলে, সাধু পরের জন্যই ব্যস্ত—নিজের প্রতি দৃক্‌পাতও নাই। সাধারণ লোকে আঘাত পাইলে আঘাত করে, সাধু আঘাত পাইলে আঘাতকারীর কুশল জিজ্ঞাসা করেন। সাধারণ লোকে মনে করে—'পাছে কেউ আমাকে অবমানিত করে, সতর্ক হইল?'—সাধু ভাবেন 'পাছে আমি কাহারও মনঃক্লেশের কারণ হই, সতর্ক হই।'—ইতরে ও সাধুতে এই টুকু প্রভেদ!

৯৫ তম। সূর্য্য যখন প্রখর কিরণ বিস্তার করেন তখন মানুষের ছায়া অতি ক্ষুদ্র; যখন উদিত হন এবং যখন অস্ত

যান) তখনই মানুষের ছায়া দীর্ঘ।—ধর্ম্ম জগতে ইহার অনুরূপ একটী ঘটনা সর্ব্বদা দেখা যায়।—যখন মানুষের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব, ঈশ্বরের স্বর্গীয় জ্যোতি প্রথমতঃ আবির্ভূত হইতে আরম্ভ হয়, তখন মানুষের আত্ম-গৌরব বোধ বিলক্ষণ থাকে, তখন মানুষ আপনাকে খুব বড় মনে করে; কিন্তু যখন প্রখর সূর্য্য তেজের ন্যায় মানব হৃদয় ঈশ্বরের জ্যোতির্ম্ময় ধর্ম্মভাবে পূর্ণ হয়, তখন মানুষের "আমিত্ব" ভাব প্রায় দেখা যায় না। আবার যখন নানা কারণে এই স্বর্গীয় জ্যোতি অস্তগামী হয়, তখন 'অহং' এত প্রকাণ্ড হইয়া পড়ে যে দেখিলে সে যে সেই মানুষের আকৃতি বোধ হয় না। ব্রাহ্ম ভাই,—তোমার কোন্ অবস্থা? উদয়, না মধ্যাহ্ন, না অস্ত?

৯৬ তম। নদী সমুদ্রে পতিত হইয়াও অনেক দূর পর্য্যন্ত আপন পঙ্কিল ভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না কিন্তু কিছু অধিক দূর গিয়া নদীও সমুদ্র মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। ঈশ্বরের দিকে মন ধাবিত হইলেও অনেক সময় মানুষ আপনার দীর্ঘকালের সঞ্চিত মলা সহজে ত্যাগ করিতে পারে না, এ কথা সত্য, কিন্তু হে বন্ধু! এত দীর্ঘকাল ঈশ্বরের চরণে থাকিয়া সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের সহবাসে যদি পাপের মলা বিধৌত না হয়—হৃদি সমুদ্রগামী নদীর ন্যায় ব্রহ্মেতে তোমার অস্তিত্ব মিশাইয়া না যায়, তবে মিথ্যা লোকের নিকট আপনার সাধুতা এবং ঈশ্বর-সঙ্গ-লিপ্সা জানাইয়া লাভ কি বল?

৯৭ তম। ব্রাহ্মধর্ম্ম অধিক পরিমাণে প্রচার হয়. ইহা

সকলেই অন্তরের সহিত কামনা করেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, হে ব্রাহ্ম,—ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের জন্য তুমি কোন্ শিক্ষা দিয়া যাইতেছ? চিন্তা কর দেখি, তোমার জীবন কি উত্তরকালে এই সাক্ষ্য দিবে যে সর্ব্ব প্রথমে ধর্ম্ম অন্যান্য কার্য্য তৎপরে? যখন তোমার সন্তানগণ তোমার জীবনের দিকে চাহিবে, তখন কি তাহারা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিবে যে ঈশ্বরের মনে করিয়া সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই তোমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল? স্বার্থপরের ন্যায় এ প্রশ্নের উত্তর করিতে চেষ্টা পাইও না;—প্রত্যেক ব্রাহ্মই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক। নিজের জীবনের দ্বারা প্রচার করিতে, তুমি, আমি, তিনি সকলেই বাধ্য যিনি না পারেন তাঁহার আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার কিছুই নাই। হা ঈশ্বর, সংসারের দিকে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়াছি, বিষয় ব্যাপারের মধ্যে তীব্রবেগে প্রধাবিত হইয়াছি, পদতলে যে, ধর্ম্ম অনেক সময় দলিত হইতেছেন, তাহার দিকে দৃক্‌পাতও নাই! এমন অবস্থায় কেমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশ মধ্যে বিস্তৃত হইবে? ধর্ম্মের রক্ষক! তোমার ধর্ম্ম তুমি কৃপা করিয়া রক্ষা কর—সকলকে সুমতি দাও।

৯৮ তম। পল্লীগ্রামের বালকেরা দূরে কোন ভয়ের কারণ থাকিলে, যদি স্নান করিবার সময় হয়, অমনি পুষ্করিণীতে গিয়া অবগাহন করে, চারিদিকে গোলমাল শুনিলে ডুবিয়া শ্রবণ করে কেমন করিয়া এই প্রভূত গোলমালের শব্দ অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। আমারও প্রাণের সহিত

ইচ্ছা হয়, একবার বিভু—প্রেম-অমৃত-সরোবরের মধ্যে ডুবিয়া সমাজের তুমুল কোলাহলের শব্দ হইতে নিষ্কৃতি পাই। এ গোলমালে কাণ ও প্রাণ দুইই ঝালাপালা হইয়াছে—আর সহ্য হয় না। হে শান্তিদাতা, আর কত দিন? আর কত দিন এ ভাবে দিন কাটিবে?

৯৯ তম। 'আহা, আমার ইচ্ছা হয় আমি ঈশ্বরকে ডাকি কিন্তু পারিয়া উঠি না, আমি কেমন করিয়া ব্রাহ্ম হইব?' এই কথা কেহ কেহ বলেন। হে ভ্রাতঃ—তুমি যে ঈশ্বরকে ডাকিতে গিয়া চারিদিক শূন্য দেখ—শূন্যেই তোমার প্রার্থনা ধ্বনি লুপ্ত হয় ইহা যে তোমার অজ্ঞানতা ও দুর্ব্বলতার ফল তাহা কি বুঝিতে পার? এইত তোমার পীড়া, এই পীড়ার জন্য কাতর প্রাণে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, দেখিবে আর শূন্যে প্রার্থনা করার ভাব মনে থাকিবে না। অমুক যেরূপে প্রার্থনা করেন, অথবা যেরূপ উপাসনা করেন, তুমি সেরূপ—পার না, ইহা অব্রাহ্মের কাজ নহে। বালক মানুষের মত ব্যবহার করে না, ইহা যেমন তাহার স্বভাব, পরন্তু তাহার নিন্দার বিষয় নহে, যে কেবল ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহারও সাধুদিগের ন্যায় উপাসনাদি না করিতে পারা কিছু নিন্দার কথা নহে। "আমি তোমায় মন খুলিয়া ডাকিতে পারি না দুর্ব্বল আমি, হে ঈশ্বর! আমার প্রতি সদয় হও" এই প্রার্থনাই তোমার আমার পক্ষে যথেষ্ট। যাহা সরল প্রাণের কথা তাহাই এই

প্রার্থনায় ব্যক্ত হইয়াছে এতদতিরিক্ত কিছু বলিতে চেষ্টা করিলে আকাশে প্রার্থনা করার মত বোধ হইবেই!!

১০০ তম। রাসায়নিকের ঘরে এক বিচিত্র কাণ্ড দেখিলাম। দুটী পাত্রে দুটী ভিন্ন পদার্থ ছিল প্রত্যেকেরই এক এক রূপ গুণ। রাসায়নিক সেই দুই পদার্থকে মিশ্রিত করিলেন, কিন্তু তাহারা মিশিল না, পাশাপাশি হইয়া পৃথক্ ভাবে পড়িয়া রহিল। তখন তিনি তাহাদিগকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে দুটী পদার্থই মিশিয়া গেল; এবং এই নূতন মিশ্র পদার্থটী পূর্ব্বোক্ত পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র গুণ প্রাপ্ত হইল। অগ্নি নহিলে এরূপ মিশ্রণ কার্য্য আর কে সাধন করিতে পারিত? আমাদেরও কিছু অগ্নির প্রয়োজন—অগ্নি দীক্ষার প্রয়োজন। সংসার এবং ধর্ম্ম অনেক কাল হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে কিছুতেই মিশিতেছে না—এখন সেই অগ্নির প্রয়োজন সেই দীক্ষার প্রয়োজন যাহাতে আর এই বিচ্ছিন্ন ভাব না থাকিতে পারে। ধর্ম্মবিহীন সংসারের যে আস্বাদ, এবং উদাসীনের ধর্ম্মের যে আস্বাদ, অগ্নির উত্তাপে এই দুই ভিন্ন আস্বাদ তিরোহিত হইয়া নূতন আস্বাদ উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। যাহাতে ধর্ম্ম হইতে সংসারকে এবং সংসার হইতে ধর্ম্মকে আর বাছিয়া স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া না যায়, এরূপ অগ্নির প্রয়োজন। ব্রাহ্ম ভাই, এ অগ্নি কোথায়? অগ্নি দীক্ষা যাহাকে বলা যায়, তাহার জন্য কি করিতেছ?

সম্পূর্ণ।